ওরছ প্রসঙ্গ

ওরছ শরীফ নামকরণের তাৎপর্য

শাহ্‌সূফী আলহাজ্ব হযরত জাকির শাহ্ নক্‌শবন্দী মোজাদ্দেদী

আউলিয়ায়ে কেরামের ওফাত বার্ষিকী উপলক্ষে ছোয়াব রেছানীর অনুষ্ঠানকে বুজুর্গান ও সূফীসাধকগণ ওরছ (عُرُس) নামে আখ্যায়িত করেছেন। ওরছ হচ্ছে সূফীদের এছতেলাহ্ (اصطلاح) বা খাস ভাষা। আহলে লোগাতগণ সূফীদের এই এছতেলাহ্‌কে মাজাজী অর্থে প্রণিধান করেছেন।

আরবী ভাষায় এই লফজ(لَفْظ) বা শব্দের বহু অর্থ থাকে লফজে মুসতারিক(لَفْظ مُشْتَرَك) বলে। অনেক সময় মূল অভিধানিক অর্থ বা মানায়ে মাওজুলাহু তাৎপর্যগত কারণে নকল (نَقْل) হয়ে বিশেষ অর্থে যুক্ত হয়। সুতরাং ব্যুৎপত্তিগত বা প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করা অবৈয়াকরণিক নয় বা ভাষাতত্ত্বের খেলাফও নয়। বিভিন্ন আরবী-ফারসী-উর্দ্দু লোগাতে ওরছ শব্দের এছতেলাহ বা খাস ভাষাগত অর্থ (মাজাজী অর্থ) সুস্পষ্টভাবে বিবৃতব্য হয়েছে।

অর্থকে আরবীতে মা'না (مَعْنَى) বলা হয়। ব্যাকরণবিদ বা ভাষাবিদগণ মা'নাকে বিভিন্নভাবে ভাগ করেছেন। যেমনঃ হাকিকী (মূলগত বা প্রকৃত), মাজাজী (ব্যুৎপত্তিগত) ইত্যাদি। হাকীকীগতভাবে ওরছ শব্দের অর্থ খুশী, ওলিমা বা বিবাহোত্তর দাওয়াত, বর-বধু ইত্যাদি এবং মাজাজীগতভাবে এর দ্বারা কোনো বরেণ্য সূফী সাধকের ওফাত বার্ষিকীতে তাঁর রূহপাকে ছোয়াব রেছানীর জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে দোয়া-দরূদ পঠন, জেকের-ফেকের, ওয়াজ-নসীহত তথা আধ্যাত্মিক কার্যক্রম ভিত্তিক বিশেষ অনুষ্ঠানকে বুঝায়।

অনেক সময় কোনো শব্দ মূল আভিধানিক অর্থে, অর্থাৎ হাকিকী অর্থে না বুঝিয়ে প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত হয়। অভিধানগত শব্দার্থের এই পরিবর্তনকে আরবীতে "নকফ" বলে। যে শব্দ তার আভিধানিক অর্থ থেকে নকল করে তাকে 'মানকুল' বলে। মানকুল তিন প্রকার। (১) মানকুলে উরফি مَنْقُول عُرْفِي , (২) মানকুলে ইছতেলাহী مَنْقُول عُرْفِي এবং (৩) মানকুলে শরয়ী مَنْقُول شَرْعِي ।

প্রথমত একালে নয়, যুগযুগান্তর থেকেই ওরছ শব্দটি তার লুগাবী মা'না থেকে নকল হয়ে প্রচলিত অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এক্ষেত্রে মানকুলে উরফী বা উরফে আম বা প্রচলিত প্রকাশ্য অর্থে 'ওরছ' শব্দের দ্বারা কোনো সূফী-সাধকের ওফাত বার্ষিকীতে ছওয়াব রেছানীর জন্য আধ্যাত্মিক কার্যক্রমভিত্তিক অনুষ্ঠানকেই বুঝায়। এর অভিধানগত (হাকিকাতান) অন্য কোনো অর্থের প্রচলন এ উপমহাদেশে নেই। এতে 'ওরছ' শব্দটি মানকুলে উরফী প্রমাণিত হয়।

দ্বিতীয়ত যখন ব্যাকরণবিদ, ভাষাবিদ, আহলে লোগাত ও অগনিত মুসলমান ওলামা ফুজালা ওরছ শব্দের মাজাজী অর্থ গ্রহণ করেছেন, এতে প্রমাণিত হয়, এটা মানবকুলে ইছতেলাহীও বটে। কারণ বিশিষ্ট ফার্সি উর্দ্দু লোগাত বা অভিধানে বা এনসাইক্লোপিডিয়ায় 'ওরছ' শব্দের যে অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে মূল অভিধানগত (হাকিকাতান) শব্দার্থই শুধু চয়ন করা হয় না, তদুপরি এ নকলী বা মাজাজী অর্থও গুরুত্বের সঙ্গে বিবৃত হয়েছে। যেমন, উর্দ্দু এনসাইক্লোপিডিয়ায় 'ওরছ' শব্দের অর্থে লেখা হইয়াছে-

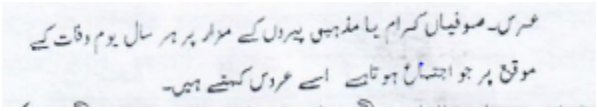
عرس۔ صوفیاں کرام یا مذہبی پیروں کے مزار پر ہر سال یوم وفات کے
موقع پر جو اجتماع ہوتا ہے اسے عروس کہتے ہیں۔

অর্থ- সূফিয়ানে কেরাম বা মাযহাব পীর-মাশায়েখদের মাজার শরীফে তাদের ওফাত বার্ষিকীতে যে ইজতেমাহ বা ধর্মীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়, তাকে ওরছ বলে। কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড থেকে প্রকাশিত অধ্যাপক (এম. এ) ফয়েজ আহাম্মদ চৌধুরী এম এ সাহেব সংকলিত বাংলা-উর্দ্দু অভিধানে ওরছ (Oros) শব্দের অর্থই বর্ণিত হইয়াছে-

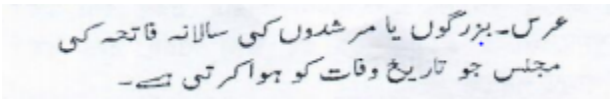
عرس۔ بزرگوں یا مرشدوں کی سالانہ فاتحہ کی
مجلس جو تاریخ وفات کو ہوا کرتی ہے۔

অর্থঃ ওরছ বুজুর্গানে দ্বীন অর্থাৎ পীর মুর্শিদ্গাণের সালানা ফাতেহার অনুষ্ঠান, যে তারিখে তারা ওফাত বরণ করেন।

উর্দ্দু ফার্সি অভিধান 'ফিরোজুল্লুগাতে' ওরছ শব্দের হাকিকী ও মাজাজী অর্থের বর্ণনায় লেখা হয়েছে-

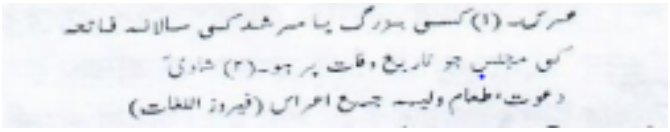
عرس۔ (۱) کسی بزرگ یا مرشد کی سالانہ فاتحہ
کی مجلس جو تاریخ وفات پر ہو۔ (۲) شادی
دعوت، طعام ولیمہ جمع اعراس (فیروز اللغات)

অর্থাৎ- ওরছ (১) কোনো বুজুর্গ অথবা পীর মুর্শিদের ওফাতে সালানার তারিখ উপলক্ষে ফাতেহাখানির অনুষ্ঠান।
(২) বিবাহের দাওয়াত, ওলিমার খানা, বহুবচন আ'রূসু।

জনাব শেখ গোলাম মাকসুদ সম্পাদিত (Peros Arabic Elements in Bangali) গ্রন্থে ওরছ শব্দের অর্থের বর্ণনায় লেখা হয়েছে (Anniversary in Memory of a Saint) অর্থাৎ কোনো সূফী সাধকের ওফাত বার্ষিকির স্মরণে অনুষ্ঠেয় ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে ওরছ বলে। ড. এনামুল হক সম্পাদিত ও বাংলা একডেমী থেকে প্রকাশিত ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে 'ওরছ' শব্দের অর্থ লেখা আছে- ওলি আউলিয়াদের বেছালতে তাঁদের সমাধিস্থলে পবিত্র অনুষ্ঠান বিশেষ।

তৃতীয়-ثُمَّ كَنَوْمَةِ الْعَرُوْسِ الَّذِىْ لَا يُوْقِظُهٗ اِلَّا اَحَبُّ اَهْلِهٖ اِلَيْهِ۔

অর্থাৎ (কবরে নেক্কার ছালেহীন ব্যক্তিদের বলা হয়) তুমি এখানে বাসর ঘরের দুলহার মতো (পরমানন্দে) ঘুমাতে থাকো, যার ঘুম তার পরিবারের সর্বাধিক প্রিয়জন ব্যতীত অন্য আর কেউ ভাঙতে পারে না। (তিরমিযী শরিফ, মেশকাত শরীফ ১ম খন্ড ৯৭ পৃঃ দ্রঃ) । উক্ত হাদিসশরীফের মিছদাক হিসেবে 'ওরছ' শব্দকে মানকুলে শরয়ী বলে গ্রহণ করা যায়।

হাদিসশরীফে উল্লেখিত এই 'ওরছ' শব্দের গুরুত্ব ও তাৎপর্য গ্রহণ করেই বুজুর্গান ও সূফীসাধকগণ আল্লাহ্‌র ওলি আউলিয়াগণের ওফাত দিবসকে 'ইয়াউমুল ওরছ বা ওরছ শরীফ' নামকরণ করেছেন। কারণ ওফাতের এই দিনে মিলনাকাঙ্ক্ষী আল্লাহ্‌র অলি আউলিয়াগণ মাহ্‌বুবে হাকিকী অর্থাৎ প্রকৃত বন্ধুর একান্ত দীদার লাভ করে আকাঙ্ক্ষীত মিলনের পরমানন্দে বিভোর এবং বলা হয়েছে, যে সুখনিদ্রা বোঝাতে পবিত্র আত্মাসমূহের পরলৌকিক চির পরিতৃপ্ত জীবনের কথা বলা হয়েছে, যা ভঙ্গ করার অধিকার অন্য কারো নেই। হযরত মুফতী আহম্মদ ইয়ার খান নাঈমী (রঃ) ছাহেব তৎপ্রণীত সুবিখ্যাত জা'আল হক কিতাবের দ্বিতীয় খন্ড ১৪৪ পৃষ্ঠায় ওরছ শব্দের উৎপত্তির এই মানকুলে শরয়ীর ব্যাখ্যায় লিখেছেন- ওরছের আভিধানিক অর্থ শাদী। এ জন্যই বর কনেকে আরবী ভাষায় ওরছ বলা হয়।

মিশকাত শরীফে اثبات عذاب القبر শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যখন মুনকার-নাকীর মাইয়্যাতের পরীক্ষা নেয় এবং যখন সে সেই পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়, তখন তাকে বলেন, আপনি সেই কনের মত শুয়ে পড়ুন, যাকে তার প্রিয়জন ছাড়া আর কেউ জাগাতে পারে না। তাই মুনকার নাকীর ফেরেশ্তাদ্বয় যেহেতু ঐ দিনকে ওরছ বলেছেন, ঐ দিন হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) দেখার দিন। সেহেতু ওরছ বলা হয়। অথবা, এজন্য যে, মুনকার নাকীর হুজুর (সাঃ) কে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করবেন, তাঁর সম্পর্কে আপনার ধারণা? তিনিই তো সৃষ্টি জগতের দুলহা, সারাজগত তাঁরই পবিত্র ছোঁয়ার প্রতিফলন।

সেই মহান রাসুলপাকের সাক্ষাতের দিন নিশ্চই ওরছের দিন। এইজন্য এইদিনকে ওরছ বলা হয়। বাস্তব অর্থে প্রতিবছর ওফাত দিবসে কবর জিয়ারত করার, কুরআন খানি ও সদ্কা ইত্যাদি ছওয়াব পৌছানোকে ওরছ বলা হয়। ওরছের উৎস সম্পর্কে হাদিসপাক ও ফকীহগণের বিভিন্ন উক্তি থেকে প্রমাণিত আছে, (জা-আল হক, বঙ্গানুবাদ, ২য় খন্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা দ্রঃ) । উল্লেখ্য যে, ফেরেশতাগণ ও স্বয়ং রাসূলে করীম (সাঃ) যেখানে ওফাতপ্রাপ্ত আল্লাহ্র অলি আউলিয়াগণ সম্পর্কে ওরছ শব্দটি উপমা বা আপেক্ষিক অর্থে ব্যবহার করেছেন এবং পরবর্তীকালে এর তাৎপর্য এবং গুরুত্ব গ্রহণ করে বুজুর্গান ও সূফীসাধকগণ আল্লহ্র অলি আউলিয়াগণের ওফাতের দিনকে ইয়াওমুল ওরছ বা ওরছ শরীফ নামকরণ করেছেন তখন এর বিরোধিতা করা দয়াল নবীজীর পবিত্র কণ্ঠ নিঃসৃত (হাদিসে মারফু কাউলী) বাক্যের সাথে বেয়াদবী করার সামিল।

মাকতুবাত শরীফের (১ম খন্ড ১৬২ পৃষ্ঠার ৮৯) মাকতুবাতে বলা হয়েছে, মৃত্য এমন এক বস্তু যার মাধ্যমে আল্লাহ্র আকাঙ্ক্ষীগণকে সান্তনা প্রদান করা হয় এবং বন্ধুকে বন্ধুর নিকটে উপনীত করা হয়। আল্লাহপাক বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাক্ষাতের আশা রাখে, তাকে বল, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র দেয়া নির্দিষ্ট মৃত্যুকাল অবশ্যই আসবে।'

'আন্তা মা আ'মান অহবাবতা' অর্থাৎ তুমি যাকে ভালোবাস, আখেরাতে তুমি তারই সঙ্গে থাকবে।' হাদিসশরীফের এই সূত্রানুযায়ী আল্লাহ্র অলি আউলিয়াগণ যখন নশ্বর ভূবন ছেড়ে অবিনশ্বর ভুবনে গমন করেন, তখন তাঁরা মাহবুবে হাকিকী অর্থাৎ, প্রকৃত বন্ধুর সঙ্গে চিরকালের জন্য মিলনপ্রাপ্ত হন। হাদিসশরীফে প্রেমাসম্পদের দিকে প্রেমিকের এই মিলনোম্মুখী অভিযাত্রার বিষয়ে বলা হইয়াছে, মৃত্যু সেতু-তুল্য, বন্ধুর সঙ্গে সম্মিলিত করে দেয়। (মকতুবাদ শরীফ, ১ম খন্ড, ১ পৃষ্ঠা দ্রঃ)

উপরোল্লিখিত পবিত্র হাদিসসমূহে এবং উক্ত আয়াতে ক'রিমায় আল্লাহ্র অলি আউলিয়াদের ওফাতের দিনটি পরম বন্ধুর সঙ্গে তাঁদের মিলনের দিন বলে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, তাঁদের জন্য ওফাতের দিনটি হবে পরম শান্তির পরম তৃপ্তির এবং পরম সুখের।

মেছবাহুল লোগাতে ওরছ শব্দের হাকিকী অর্থকে আনন্দ বা খুশী বলা হয়েছে। সুতরাং অলি আউলিয়াকেরামের ওফাতের দিনকে ইয়াউমুল ওরছ শরীফ নামকরণ করার সাথে পবিত্র কুরআন, হাদিসএবং আভিধানিক (হাকিকি ও মাজাজী) অর্থের কোথাও কোনো অসামঞ্জস্য বা বিরোধ নেই।

ওরছ শরীফ' নামকরণের হাদীসানুগ অন্য একটি ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, অলি আউলিয়াকেরামের আরওয়াহ্ পাকের হুজুরে ছওয়াব রেছানী বা ফাতেহাখানির অনুষ্ঠানকে এজন্যই বুজুর্গান ও সূফীসাধকগণ ওরছ শরীফ নামকরণ করেছেন বিভিন্ন হাদিস শরীফের বর্ণনায়।

ইছালে ছওয়াব বা ছওয়াব রেছানীর অনুষ্ঠানকে আত্মার জন্য পরম খুশীর বা আনন্দদায়ক বলা হয়েছে। যেমন, হাদিসশরীফে উল্ল্যেখ আছে; আত্মীয়ের নিকট থেকে উপহার স্বরূপ কোনো দান বা দোয়া যখন কোনো ওফাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির রূহে পৌছে, তখন সে এমনভাবে আনন্দিত হয়, যেমন জীবিত ব্যক্তির উপহার, যে আনন্দিত হয়ে থাকে। (ইয়াহিয়া উল উলূম দ্রষ্টব্য) । বায়হাকি শরীফে বর্ণিত অনুরূপ একটি হাদীসে বলা হয়েছে-

(يَنْتَظِرُ دَعْوَةً تَلْحَقُهُ مِنْ اَبٍ اَوْ اُمٍّ اَوْ وَلَدٍ اَوْ صَدِيْقٍ
فَاِذَا لَحِقَهُ كَانَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا - الخ)

অর্থাৎ, "অতঃপত কবরবাসী ব্যক্তি তাঁর পিতা-মাতা, সন্তান সন্ততি অথবা পীরভাই-বোন ও জাকের ভাই-বোন, স্বজন-প্রিয়জনের নিকট থেকে দোয়া কামনা করে। তদাবস্থায় যদি কেউ তাঁর জন্য দোয়া করে তাহলে সে এত অধিক খুশী হয় যে, জীবিতবস্থায় সমস্ত দুনিয়া উপহার হিসেবে পেলেও সে এত খুশী হত না। এবং সে বিনিময়ে তাদের জন্যও দোয়া করে।"

যেহেতু ওরছ শব্দের এক আভিধানিক অর্থ হচ্ছে খুশী বা আনন্দ (মেছবাতে লোগাত দ্রষ্টব্য) সেহেতু আত্মার জন্য আনন্দদায়ক ছওয়াব রেছানীর এই অনুষ্ঠানকে ওরছ নামকরণ করার মধ্যে কোনো ভ্রান্তি বা অসামঞ্জস্য নেই। আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত যখন আল্লাহ্‌র অলি আউলিয়া ও পীর মাশায়েখগণের নামে ওরছ করে থাকি তখন আল্লাহ্‌র অলি আউলিয়া ছওয়াব নজর পেয়ে খুবই খুশী হন এবং দোয়া করে থাকেন। এই আত্মীক খুশী বা সন্তুষ্টির কারণে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের এই মহান ছওয়াব রেছানীর অনুষ্ঠানের নাম ওরছ শরীফ রেখেছেন। এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের এছতেলাহ্‌ বা খাস ভাষা।

বাংলাদেশ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সভাপতি আল্লামা মুফতি সৈয়দ আবেদশাহ্‌ আল মাদানী (রহঃ) সাহেব একটি জাতীয় পত্রিকায় প্রদত্ত বিবৃতিতে ওরছ শব্দের যে ব্যুৎপত্তিগত ব্যাখ্যা করেছেন, তা প্রণিধানযোগ্য। যেমন, তিনি লিখেছেন, আরবী ভাষায় আফাজের অনেক অর্থ হয়। মেজবাহুল লোগাত কিতাবে ওরছ শব্দের অর্থ খুশী। এই লফজ আরছুন থেকে নেওয়া হয়েছে। আরছুনের অর্থ খুশী করা। (মেজবাহুল লোগাত দেখুন)। আল্লাহ্‌র অলি আউলিয়াদের জন্য কায়িক বা মালি এবাদতদ্বারা ইছালে ছওয়াব করার নাম হল ওরছ। আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত যখন আল্লাহ্‌র অলি আউলিয়ার নামে ওরছ করে থাকি তখন আল্লাহ্‌র অলি আউলিয়া ছওয়াব পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন এবং দোয়া করে থাকেন। সমস্ত তরিকার বুজুর্গানে দ্বীন হাজার হাজার বছর ধরে ওরছ করে আসছেন। শাহ্‌ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দেসে দেহলভী এবং তাঁর বাবা-দাদারা ও হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মাক্কী ওরছকে জায়েজ লিখেছেন।

যখন ব্যাকরণবিদ, ভাষাবিদ, আহলে লোগাত ও অগনিত মুসলমান ওলামা ফুজালা ওরছ শব্দের মাজাজী অর্থ গ্রহণ করেছেন, এতে প্রমাণিত হয়, এটা মানবকুলে ইসতেলাহীও বটে। কারণ বিশিষ্ট ফার্সি উর্দ্দু লোগাত বা অভিধানে বা এনসাইক্লোপিডিয়ায় 'ওরছ' শব্দের যে অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে মূল অভিধানগত (হাকিকাতান) শব্দার্থই শুধু চয়ন করা হয় না, তদুপরি এ নকলী বা মাজাজী অর্থও গুরুত্বের সঙ্গে বিবৃত হয়েছে। যেমন, উর্দ্দু এনসাইক্লোপিডিয়ায় 'ওরছ' শব্দের অর্থে লেখা হইয়াছে-

অর্থঃ সূফিয়ানে কেরাম বা মাযহাব পীর-মাশায়েখদের মাজার/মাযার শরীফে তাদের ওফাত বার্ষিকীতে যে ইজতেমাহ বা ধর্মীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়, তাকে ওরছ বলে। কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড থেকে প্রকাশিত অধ্যাপক এম এ ফয়েজ আহাম্মদ চৌধুরী (এম. এ) সাহেব সংকলিত বাংলা-উর্দ্দু অভিধানে ওরছ (Oros) শব্দের অর্থই বর্ণিত হইয়াছে-

<u>ওরছ শরীফের ঐতিহাসিক যোগসূত্রতা</u>

ইসলামের সূফী ইতিহাসে ওরছ বা ছওয়াব রেছানীর আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করেছে। হাজার হাজার বছর ধরে সমস্ত তরিকার সমস্ত অলি আউলিয়া কেরাম মুস্তাহ্‌াব বা পূণ্যের কাজ মনে করে ওরছ শরীফের অনুষ্ঠান করে আসছেন। হযরত মুজাদ্দেদ আলফেসানী (রাঃ) (ওফাতঃ১০৩৪ হিজরী, ১৬২৩ খ্রিষ্টাব্দ) স্বীয় মুর্শিদে বরহক হযরত বাকীবিল্লাহ (রহঃ) এর ওরছ শরীফে যোগদান করার জন্য দিল্লিতে অবস্থিত তাঁর মাজার শরীফে হাজির হতেন বলে উল্লেখ আছে। হযরত গাউসূল আজম আব্দুল কাদের জিলানি (রাঃ) (ওফাতঃ ৫৬১ হিজরী, ১১৬৬ খ্রিষ্টাব্দ) প্রতি বছর ফাতেহায়ে দোয়াজ দাহাম উদ্‌যাপন করতেন; যা দয়াল নবীজীর ওফাত বার্ষিকী উপলক্ষে মহান ফাতেহাখানির অনুষ্ঠান ছিল। চিশ্‌তিয়া তরিকার সকল পীরানে পীরগণ আনুষ্ঠানিকভাবে ওরছ শরীফের মাহফিল করতেন বলে প্রমাণ আছে।

প্রমাণপঞ্জিঃ পাকিস্তানের লাহোর থেকে প্রকাশিত হযরত মৌলানা কাজী আলিমুদ্দীন (রহঃ) সাহেব অনুদিত (উর্দুতে) মকতুবাতে ইমামে রাব্বানী মুজাদ্দেদ আলফেসানী (রাঃ), গ্রন্থের মুখবন্ধের ৩০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে (হযরত মুজাদ্দেদ আলফেসানী (রাঃ) এর পীর ভাইদের মধ্যেকার কতিপয় ব্যক্তি যাঁরা তাঁর প্রতি বিরূদ্ধাভাবাপন্ন ছিলেন-তাদের নেতা)। খাজা হিসামুদ্দিন আহমদ মোরাকাবার দেখতে পান যে, হুজুর পাক (সাঃ) তাঁর ভাষণে হযরত মুজাদ্দেদ আলফেসানী (রাঃ) এর প্রশংসা ও গুণালোচনা করে বলছেন যে, তিনি একজন খাঁটি মুজাদ্দেদ এবং আল্লাহ্‌পাকের কাছে মকবুল ব্যক্তি। তিনি (খাজা হিসামুদ্দিন) এই ঘটনার বৃত্তান্ত তাঁর (বিরোধী দলীয়) পীরভাইদের কাছে বর্ণনা করেন। এ কথা শুনে তাঁরা সবাই তওবা করে হযরত মুজাদ্দেদ আলফেসানী (রাঃ) এর আনুগত্য কবুল করে নেন। খাজা হিসামুদ্দিন তাঁর নিজের এবং পীর ভাইদের ত্রুটী-বিচ্যুতির ক্ষমা প্রার্থনা করে হযরত মুজাদ্দেদ আলফেসানী (রাঃ) এর নিকট একখানি পত্র লেখেন।

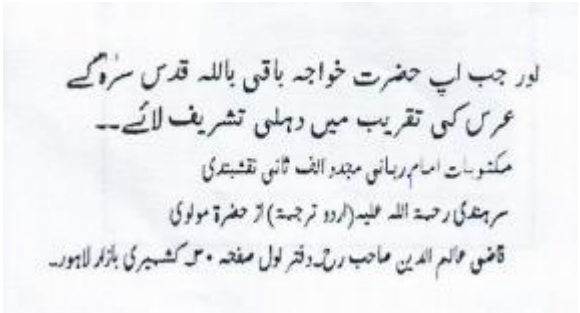

لور جب اپ حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرہٗ کے
عرس کی تقریب میں دہلی تشریف لائے۔۔
مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی نقشبندی
سرہندی رحمۃ اللہ علیہ(اردو ترجمۃ) از حضرۃ مولوی
قاضی عالم الدین صاحب رح دفتر لول صفحہ ۳۰ کشمیری بازار لاہور۔

অর্থাৎ, অতঃপর যখন হযরত মুজাদ্দেদ আলফেসানী (রাঃ) তদীয় মুর্শিদে পাক হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ (কুঃছেঃআঃ) সাহেবের ওরছ শরীফের নিকটবর্তী সময়ে দিল্লী আগমন করেন তখন পূর্বেকার বিরোধী দলীয় সকল পীর ভাইগণ খালি মাথায় এবং নিজ নিজ পাগড়ী গলায় জড়িয়ে তাঁকে স্বাগত জানানোর উদ্দেশ্যে দিল্লী থেকে কয়েক মাইল দূরবর্তী পথ পর্যন্ত উপস্থিত হন এবং তাঁদের পূর্ব অপরাধের জন্য তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

২. বিশিষ্ট ইসলামী গবেষক ও লেখক জনাব আবু জাফর রচিত- Muslim Festivals in Bangladesh গ্রন্থে লিখিত আছে: It is said that the Hazrat used to offer Fateha Sharif on every 12th of the Lunar month in order to pay respect to the Holy Prophet Hazrat Mohammad (SM), The Qader for his regular offering Fateha Sarif and said the father in a dream that

“Future people will observe Fathea yazadaham along with the 12th Sharif (i.e the birth and departure anniversary the holy prophet). The dream came true and nowadays a great number of Muslims observe Fateha Yazdaham and also Ghiarvi sharif in every lunar month. Muslim festivals in Bangladesh Janab Abu Jafar, Page 92, Published by Islamic Foundation, Bangladesh Dhaka, on 1980.

অর্থাৎ বর্ণিত আছে, হযরত গাউসে পাক (রহঃ) নবী করীম হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শনের জন্য প্রত্যেক রবিউল আউয়াল চন্দ্রমাসের ১২ তারিখে ‘ফাতেহা শরীফ’ উদ্‌যাপন করায় নবী করীম (সাঃ) তাঁর প্রতি অত্যন্ত খুশী হন এবং তৎপরবর্তি স্বপ্নযোগে তাঁকে অর্থাৎ গাউসে পাককে সুসংবাদ দিয়ে বলেন যে, ভবিষ্যতে জনগণ আমার বারভি শরীফের সাথে তোমার গিয়ারভী শরীফের ফাতেহাও (ফাতেহায়ে ইয়াজদাহাম) উদ্‌যাপন করবে। পবিত্র স্বপনখানি সত্যে পরিণত হয়েছিল। যার ফলে অতীতের মত আজকের দিনেও মুসলমানদের একটি বিশাল জামায়েত ফাতেহায়ে ইয়াজদাহাম। (১১ই রবিউসসানী তারিখে হযরত গাউসে পাক এর ওফাত বার্ষিকী উপলক্ষে ফাতেহাখানী বা ওরছ শরিফের অনুষ্ঠান) এবং প্রত্যেক চন্দ্রমাসের ১১ তারিখে গিয়ারভী শরীফ যথাযোগ্য ধর্মীয় উদ্দীপনা ও ভক্তি মোহাব্বতের সাথে উদ্‌যাপন করেন।

৩. ফাতেহায়ে ইয়াজদাহাম অর্থাৎ ১১ রবিউসসানী তারিখে অনুষ্ঠেয় হযরত গাউসে পাক এর ওফাত বার্ষিকী উপলক্ষে ফাতেহাখানী বা ওরছ মোবারকের অনুষ্ঠান যার সূচনা বা উৎপত্তির ইতিহাস সুবিদিত এবং আধ্যত্মিক তাৎপর্যমন্ডিত। আমরা ইতিপূর্বে- Muslim Festivals in Bangladesh গ্রন্থের উদ্বৃতিপূর্বক এতদ্বপ্রসঙ্গে কিছুটা আলোচনা করেছি। মুফতি আহম্মদ ইয়ারখান নাঈমী (রহঃ) সাহেব প্রণীত বিখ্যাত জা-আল হক কিতাবের প্রথম খন্ড ২৫৮ পৃষ্ঠায় হযরত গাউসে পাকের ওরছ শরীফ অর্থাৎ ফাতেহায়ে ইয়াজদাহামের শুরুর ইতিহাস এবং নেছবতে কাদেরিয়া তথা সারাদুনিয়ার মুসলমানদের মধ্যে হাজার হাজার বছর অত্যন্ত ধর্মীয় উদ্দিপনা ও ভক্তির সাথে ফাতেহায়ে ইয়াজদাহাম পালনের ইতিহাস বর্ণনা করে লিখেছেন-

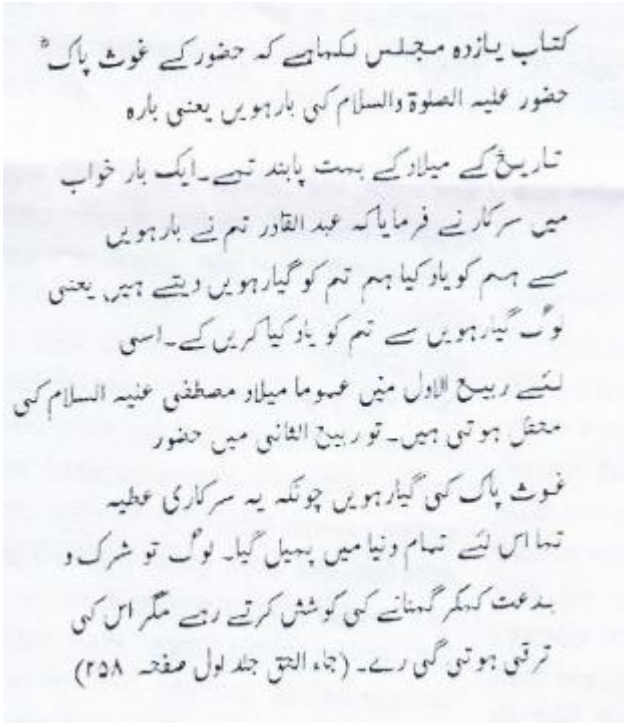

کتاب یازدہ مجلس لکھا ہے کہ حضور کے غوث پاک
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارہویں یعنی بارہ
تاریخ کے میلاد کے بہت پابند تھے۔ ایک بار خواب
میں سرکار نے فرمایا کہ عبد القادر تم نے بارہویں
سے ہم کو یاد کیا ہم تم کو گیارہویں دیتے ہیں یعنی
لوگ گیارہویں سے تم کو یاد کیا کریں گے۔ اسی
لئے ربیع الاول میں عموما میلاد مصطفی علیہ السلام کی
محفل ہوتی ہیں۔ تو ربیع الثانی میں حضور
غوث پاک کی گیارہویں چونکہ یہ سرکاری عطیہ
تھا اس لئے تمام دنیا میں پھیل گیا۔ لوگ تو شرک و
بدعت کہکر گھٹانے کی کوشش کرتے رہے مگر اس کی
ترقی ہوتی گئی رہے۔ (جاء الحق جلد اول صفحہ ۲۵۸)

অর্থাৎ ইয়াজদাহ মজলিস নালক কিতাবে লেখা আছে যে, হুজুরে গাউসে পাক হুজুর (সাঃ) এর বারভী শরীফ অর্থাৎ বার তারিখের মিলাদ শরীফ একান্ত নিয়মিতভাবে উদ্‌যাপন করতেন। একবার স্বপ্নে নবী করীম (সাঃ) গাউসেপাককে সুসংবাদ দিয়ে বলেন, হে আব্দুল কাদির, তুমি আমাকে বরভীতে অর্থাৎ রবিউল আউয়াল চন্দ্র মাসের ১২ তারিখে স্মরণ কর, আমি তোমাকে গিয়ারভী দান করলাম অর্থাৎ জনসাধারণ তোমাকে গিয়ারভীতে (এগারো তারিখের ফাতেহা শরীফে) স্মরণ করে এজন্য রবিউল আউয়াল মাসে সাধারন মিলাদে মুস্তফা (সাঃ) অনুষ্ঠিত হয় এবং রবিউসসানীতে হুজুর গাউসে পাকের গিয়ারভী শরীফ উদ্‌যাপন করা হয়। যেহেতু দয়াল নবীজির (সাঃ) অবদান সেজন্য সারা বিশ্বে এর প্রসার লাভ করেছে। বিরোধী লোকেরা এটাকে শিরক ও বিদআত আখ্যায়িত করে এর বিলোপ সাধনের অপচেষ্টা করলেও দিন দিন এর অগ্রগতি ও প্রসার ঘটেছে।

৪. হযতর শাহ্ আব্দুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী (রঃ) (৯৫৮ হিজরী - ১০৫২ হিজরী) তাঁর রচিত বিখ্যাত 'মা সাবাতা বিসসুন্নাহ' নামক কিতাবের ১৬৭ পৃষ্ঠায় (আরবি) শীর্ষক নিবন্ধে হযরত গাউসে পাকের ওফাতের সালানা ফাতেহার অনুষ্ঠান ঐতিহাসিক ফাতেহায় ইয়াজদাহাম উদ্‌যাপনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি উল্লেখপূর্বক লিখেছেন।

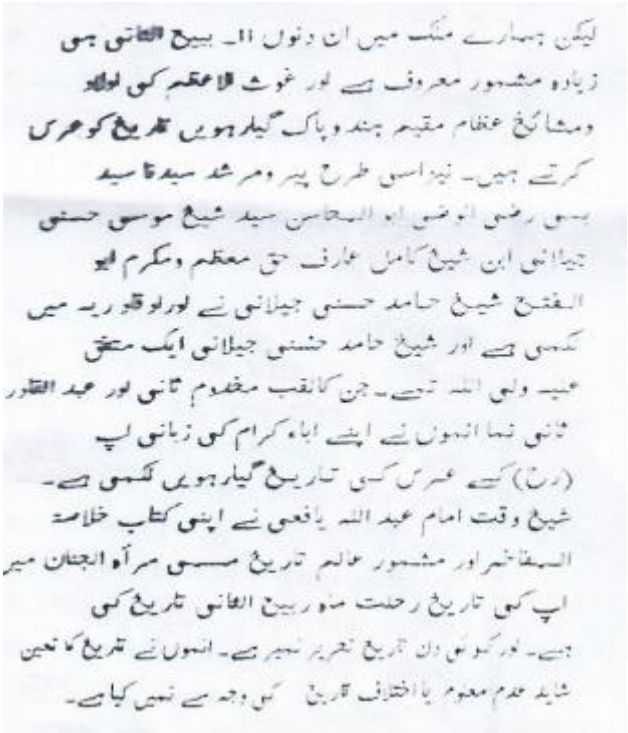

لیکن ہمارے ملک میں ان دنوں ۱۱۔ ربیع الثانی ہی
زیادہ مشہور معروف ہے اور غوث الاعظم کی اولاد
ومشائخ عظام مقیم ہند و پاک گیارہویں تاریخ کو عرس
کرتے ہیں۔ نیز اسی طرح پیر و مرشد سیدنا سید
یحیی رضی الرضی ابو المحاسن سید شیخ موسی حسنی
جیلانی ابن شیخ کامل عارف حق معظم ومکرم ابو
الفتح شیخ حامد حسنی جیلانی نے اورلو قلو رید میں
لکھی ہے اور شیخ حامد حسنی جیلانی ایک متقی
عبد ولی اللہ تھے۔ جن کا لقب مخدوم ثانی اور عبد القادر
ثانی تھا انہوں نے اپنے اباء کرام کی زبانی اپ
(رض) کے عرس کی تاریخ گیارہویں لکھی ہے۔
شیخ وقت امام عبد اللہ یافعی نے اپنی کتاب خلاصۃ
المفاخر اور مشہور عالم تاریخ مسمی مرآۃ الجنان میں
اپ کی تاریخ رحلت ماہ ربیع الثانی تاریخ کی
ہے۔ اور کوئی دن تاریخ تحریر نہیں ہے۔ انہوں نے تاریخ کا تعین
شاید عدم معلوم یا اختلاف تاریخ کی وجہ سے نہیں کیا ہے۔

অর্থাৎ (কোনো কোনো প্রসিদ্ধ বর্ণনায় হযরত গাউসে পাক (রহঃ) এর ওফাত ৯ই জামাদিউসসানী) কিন্তু আমাদের দেশে আজকাল **১১ই** রবিউসসানিই তাঁর ওফাতের অধিক প্রসিদ্ধ তারিখ। গাউসুল আজম (রঃ) এর আওলাদ্গাণ যাঁরা পাক ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন তাঁরাও এই **১১** তারিখেই ওরছ শরীফ উদ্‌যাপন করে থাকেন।

অধিকন্তু আমাদের পীর মুর্শিদ আবুল মহাসেন সৈয়দ শায়খ মুসা হাসানী জীলানী ইবনে শায়েখ কামেল আরেফ হক শ্রদ্ধেয় আবুল ফাতাহ শায়খ হামেদ হাসানী জীলানী উক্ত তারিখের কথাই আওলাদে কাদেরীয়া গ্রন্থে লিখেছেন, আর ইনি একজন সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত অলি আউলিয়া ছিলেন। তাঁর উপাধি ছিল ২য় মাখদুম এবং ২য় আব্দুল কাদের। ইনি তাঁর বা দাদার মতই এই ১১ তারিখেই ওরছ শরীফের দিন তারিখ ধার্য করতেন।

বর্তমান যুগের শায়খ ইমাম হযরত আব্দুল্লাহ ইয়াফয়ী (রঃ) তাঁর খোলাছাতুল মাফাখের গ্রন্থে এবং বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ 'মারয়াতুল জিনান' এ গাউসুল আযমের ওফাত শরীফ রবিউসসানি মাসে হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন কিন্তু সঠিক তারিখ সম্বন্ধে মতভেদ থাকার দরুণ তিনি ওফাত শরীফের তারিখ উল্ল্যেখ করেননি।

৫. বাদশা আওরঙ্গজেবের ওস্তাদ এবং বিখ্যাত উছুলেফিখর গ্রন্থ নুরুল আনওারের লেখক আল্লামা সেখ আহাম্মদ মোল্লা জিয়ুনের পুত্র মোল্লা মোহাম্মদ তাঁর পুস্তকে লিখেছেন যে অন্যান্য পীর মাশায়েখদের ওরছ বছর শেষে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু গাউস পাক এটা এমন একটা বৈশিষ্টপূর্ণ শান যে, বুজুর্গানে দ্বীন কর্তৃক তাঁর ওরছ (গিয়ারভী) শরিফ প্রতি মাসে নির্ধারিত কথা হয়েছে।

৬. 'রাহাতিল কুলুব' মাহবুবে ইলাহী হযরত খাজা নিজামুদ্দীন আউলিয়া রচিত অমূল্য কিতাব। ইহা মালাফুজাতে খাজেগানে চিশতী (রাঃ) গ্রন্থমালার ৪র্থ কিতাবরত্ন। উক্ত গ্রন্থে খাজা নিজামুদ্দীন (রঃ) তাঁর মুর্শিদে বরহক হযরত শায়খ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর (রঃ) (ওফাত ৫ই মহররম, ৬৮৮ হিজরী) কর্তৃক ২রা রবিউল আওয়াল তারিখ তাঁকে খিলাফতের পাগড়ী ও খিরকা দান এবং ১২ই রবিউল আওয়াল তাঁর দরবার শরীফে বিশ্ব নবী (সাঃ) এর ওরছ মোবারক উদ্‌যাপনের ঘটনাবলি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন- ২রা রবিউল আওয়াল ৬৫৬ হিজরী। কদমবুছির ঐশ্বর্য লাভ করলাম। এই দিনে ঐ অধম ও হুজুর তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু-বান্ধব ও আহলে সুফফা উপস্থিত ছিলেন। তিনি সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, মাওলানা নিজামুদ্দিনকে হিন্দের বেলায়েত দান করা হয়েছে এবং তাঁকে সাহেবে সাজ্জাদ (তরিকার ক্ষমতাসহ গদীনিসীন) করা হয়েছে। যখন আমি এ অভাবনীর মর্যাদার কথা শ্রবণ করলাম তখন পুনরায় তাঁর কদম মোবারকে স্থান নিলাম। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহভরা কণ্ঠে বললেন, "হে জাহাঙ্গিরে আলম মাথা তোল।"

আমি মাথা তোলার সাথে সাথে তিনি তাঁর পীর মুর্শিদের পাগড়ী মাথায় পরিয়ে দিলেন এবং তরিকার আমানত আছা (লাঠি) যা হুজুরপাক (সাঃ) থেকে হযরত আলী (রাঃ) এর মাধ্যমে হযরত হাসান বসরী (রঃ) মাধ্যমে চিশ্‌তিয়া তরিকায় প্রবেশ করেছে তা তিনি আমাকে দান করলেন। এছাড়া খাজেগানা চিশ্‌তি (রাঃ) আজমাইন সিলসিলা ব-সিলসিলা (তরিকার বংশ পরম্পরা) যে খিরকা মোবারক তাঁর কাছে আমানত ছিল তাও তিনি আমাকে পরিয়ে দিলেন এবং বললেন, যাও তোমাকে আমি আল্লাহতালার নিকট সোপর্দ করলাম। এরপর তিনি বললেন, এই সকল কিছু আমি তোমাকে এইজন্য দিচ্ছি যে, আমার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সময় তুমি যেন অসংশোধনে না থাক। অতঃপর সান্তনা দেওয়ার জন্য এ ফকিরকে বললেন, আমিও আমার মুর্শিদের বেছালতের সময় দিল্লীতে ছিলাম না, হাসীতে ছিলাম। অতঃপর শায়খ বদরুদ্দিন ইছহাককে নির্দেশ দিলেন, খিলাফতনামা লিখে হযরত শায়খুল ইসলাম (কুঃছেঃআঃ) এর হাতে দিলেন এবং তিনি তাঁর পবিত্র হাতে তা আমাকে দান করলেন। অতঃপর আমাকে আলিঙ্গন করে বললেন, যাও তোমাকে আল্লহর নিকট সপে দিলাম এবং আল্লাহ্‌র সাক্ষাতকারী করলাম। অতঃপর বললেন আজকের দিনটি এখানেই থেকে যাও। কেননা আজ হযরত রেসালাত পানাহ (হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)) এর ওরছ মোবারক। আগামীকল্য চলিয়া যাইও। ফের বললেন, ইমাম সাবী (রঃ) থেকে বর্ণিত

আছে যে, হযরত রেসালাতে পানাহ (সাঃ) এর বেছালত মোবারক রবিউল আওয়াল মাসের ২ তারিখে। তাঁহার দেহ মোবারক মোজেজার জন্য দশদিন রাখা হয়েছিল। দুনিয়ায় জীবিতকালে তাঁর পছিনা (ঘাম) মোবারকের সুঘ্রাণ ছিল সমস্থ উৎকৃষ্ট সুগন্ধির চাইতেও উৎকৃষ্ট। সে একই খুশবু একইবভাবে বাহির হইয়াছে ঐ দশদিন। একটুকুও কমে নাই (সোবাহানাল্লাহ)। হুজুরপাক (সাঃ) এর মো'জেজা দেখে সেদিন কয়েক হাজার ইহুদী মুসলমান হয়েছিল। উক্ত দশ দিনের প্রতিদিন গরীব মিসকিনদের খাবার পরিবেশন করা হয়েছিল বিভিন্ন বিবিদের (উম্মেহাতুল মুমিনিন) ঘর থেকে। ঐ সময় হুজুর (সাঃ) এর নয়টি হুজরা শরীফ ছিল এবং নয়দিন তাদের সেখান থেকে দান করা হইয়াছে এবং দশ দিন অর্থাৎ ১২ রবিউল আওয়াল তারিখে হযরত সিদ্দিকে আকবর আবু বকর (রাঃ) এর ঘর থেকে দান করা হয়েছে। সেদিন মদিনার সমস্ত লোকদের পেট ভরে পানাহার করানো হয়। এবং ঐ দিনই তাঁর দেহ মোবারক রওজা মোবারকে রাখা হয়। এজন্যই মুসলমানগণ ১২ ই রবিউল আওয়াল ওরছ করেন এবং ১২ ই রবিউল আওয়াল পবিত্র দিনটিই ওরছের দিন হিসেবে প্রসিদ্ধ।

৭. ফাওয়াদেউল ফুওয়াদ হযরত আমীর উলা সাঞ্জারী (রঃ) রচিত হযরত নিজামুল মিল্লাত ওয়াদ্দীন খাজা নিজামুদ্দীন আউলিয়া (রাঃ) এর অমিয় কথামালার সংকলন গ্রন্থ (মালফুজাত শরীফ)। উক্ত গ্রন্থের ৪র্থ খন্ডের পঞ্চ মজলিসে আলোচিত হযরত নিজামুদ্দিন আউলিয়া (রঃ) অমিয়বাণীর বর্ণনা করে হযরত আমীর উলা সাঞ্জারী (রঃ) লেখেন, মঙ্গলবার ১৭ই রবিউল আওয়াল, ৭১৪ হিজরী। কদমবুচির দৌলত লাভ করে ধন্য হলাম। হাজেরান ব্যক্তিবর্গের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি ওরছের অর্থ জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি (হযরত নিজামুদ্দিন আউলিয়া (রঃ)) বললেন, ওরছের বন্দেগী। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মিলনোৎসব।

উক্ত গ্রন্থের ২য় খন্ড ৫ম মজলিসে অলি আউলিয়াগণের ওফাতকে প্রেমাস্পদের সঙ্গে প্রেমিকের মিলনোৎসব (ওরছ) বলে উল্লেখ করা হয়েছে এ প্রসঙ্গে উক্ত গ্রন্থে বলা হয়েছেঃ

অতঃপর অলি আউলিয়াগণের ওফাত সম্পর্কে আলোচনা হল। হুজুর বললেন, অলি আউলিয়াগণের পার্থিব জেন্দেগী নিদ্রাভিভূত উদাসীন ব্যক্তির মতো। সে এই নিদ্রার মধ্যে মাশুকের অর্থাৎ প্রেমাস্পদের অনুসন্ধান করতে থাকে। প্রেমাস্পদ কিন্তু তাঁর বিছানার সম্মুখেই অবস্থান করে অথচ তাঁর খবর নাই। অতঃপর যখন সে চক্ষু মেলে তাকালো তখন সে দেখতে পেল, যে প্রেমাস্পদের অন্বেষণে সে সারাজীবন উদ্ভ্রান্ত ছিল সে তাঁর সঙ্গে তারই বিছানায় শায়িত আছে! সে যে কি পরিমাণ খুশী ও আনন্দিত হবে তা আল্লাহ্ই ভালো জানেন। তাঁর অন্বেষায় সে সারাজীবন দেওয়ানা ছিল আজ তাঁর প্রাপ্তিতে সকল কামনা বাসানা পরিপূর্ণতা পেল। ওফাতের পর আল্লাহ্র অলি আউলিয়াদের এই হাল হয়। মজলিসের এক ব্যক্তি আরজ করল, শুনেছিলাম অনেক অলি আউলিয়াদের আল্লাহ্র দীদার তাঁদের পার্থিব জীবনের মধ্যেই ঘটে থাকে। হযরত খাজা বললেন, নি;সন্দেহে তমার কথা সত্য। কিন্তু ওফাতের সময় এবং ওফাতের পর অলি আউলিয়াদের দর্শন উন্নত হয়।

উক্ত ফাওয়ায়েদুল ফুওয়াদ গ্রন্থের ৪র্থ খন্ড উনবিংশ মজলিসে হযরত খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া (রঃ) তাঁর মুর্শিদে কেবলা হযরত ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর (রঃ) এর তিন তারিখের ফাতিহা শরীফ (ওরছ) অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উদ্যাপনের কথা বলেছেন।

৮. মৌলানা রশিদ আহাম্মদ গাঙ্গুহি ও মৌলানা আশরাফ আলী থানভী সাহেবানের পীর হযরত হাজি ইমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী (রঃ) (ওফাত ১৩ই জামাদিউসসানী ১৩১৭ হিজরী) তাঁর রচিত ফায়সালায়ে হাফতে মাসায়েল পুস্তিকায় তাঁদের মহান মুর্শিদের ওরছ শরীফ প্রত্যেক বছর নিয়মিতভাবে উদ্যাপনের বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন।

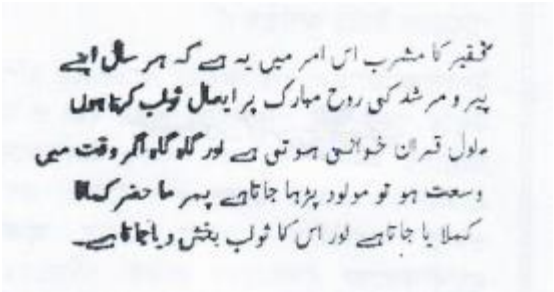
فقیر کا مشرب اس امر میں یہ ہے کہ ہر سال اپنے
پیر و مرشد کی روح مبارک پر ایصال ثواب کرتا ہوں
مولود قرآن خوانی ہوتی ہے اور گاہ گاہ اگر وقت میں
وسعت ہو تو مولود پڑھا جاتا ہے پھر ما حضر کھلا
کھلایا جاتا ہے اور اس کا ثواب بخش دیا جاتا ہے۔

অর্থঃ "ফকিরের নিয়ম এই যে, আমি প্রত্যেক বছর আমার পীর মুর্শিদে রুহ মবারকে ইছালে ছোয়াব করে থাকি। প্রথমে কুরআনখানি হয়ে থাকে। অতঃপর যদি সময় থাকে মিলাদ শরীফ পড়া হয়ে থাকে এবং উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে খানা পরিবেশন করা হয় অতঃপর এর ছোয়াব বকশিশ করে দেওয়া হয়।"

৯. জা'আল হাক গ্রন্থে ঘৃণ্য ওহাবী রাজত্ব কায়েমের পূর্বেকার সুন্নী শাসনামলে আরবে আল্লাহ্‌র অলি আউলিয়াগণের ওফাত বার্ষিকীর ওরছ শরীফ উদ্‌যাপনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল প্রমাণাদির উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন উক্ত গ্রন্থের ১ম খন্ডের ৩০৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে-

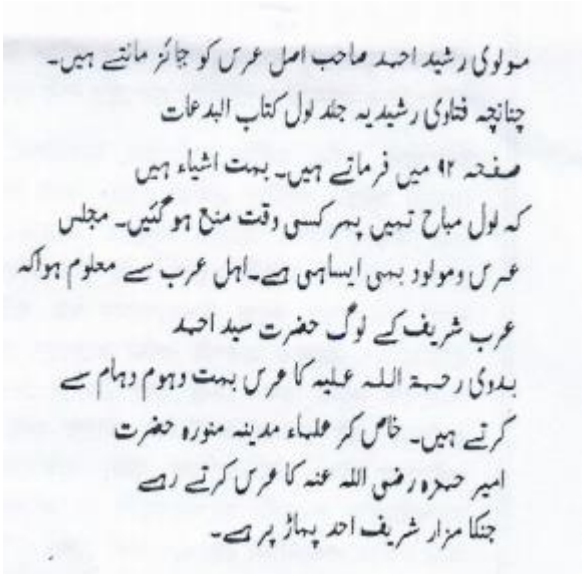
مولوی رشید احمد صاحب اصل عرس کو جائز مانتے ہیں۔
چنانچہ فتاوی رشیدیہ جلد اول کتاب البدعات
صفحہ ۹۲ میں فرماتے ہیں۔ بہت اشیاء ہیں
کہ اول مباح تھیں پھر کسی وقت منع ہو گئیں۔ مجلس
عرس و مولود بھی ایسا ہی ہے۔ اہل عرب سے معلوم ہوا کہ
عرب شریف کے لوگ حضرت سید احمد
بدوی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بہت دھوم دھام سے
کرتے ہیں۔ خاص کر علماء مدینہ منورہ حضرت
امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا عرس کرتے رہے
جنکا مزار شریف احد پہاڑ پر ہے۔

অর্থাৎ মৌলানা রশিদ আহাম্মদ সাহেবও মূল ওরছকে জায়েজ বলেছেন। যেমন তিনি ফতোয়ায়ে রাদিদীয়া ১ম খন্ড কিতাবুল বিদাআতের ৯৬ পৃষ্ঠায় বলেছেন, অনেক বিষয় প্রথমে মুবাহ ছিল কিন্তু পরবর্তী সময়ে নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। ওরছ ও মিলাদ মাহফিলের বেলাও তাই ঘটেছে। আরববাসীদের নিকট থেকে জানা যায়, মক্কা শরীফের জনগণ হযরত সৈয়দ আহাম্মদ নাদভী (রঃ) এর ওরছ শরীফ অনেক ধুমধামের সঙ্গে উদ্‌যাপন করতেন। খাস করে মদিনা মোনোওয়ারা আলেমগণ হযরত আমির হামজা (রাঃ) এর ওরছ উদ্‌যাপন করে থাকেন, যার মাজার শরীফ উহুদ পাহাড়ের উপর অবস্থিত।"

উপরোক্ত জা'আল হক কিতাবে ফতোয়ায়ে রশিদিয়া গ্রন্থের উদ্বৃতিপূর্বক সুন্নী শাসনামলে পবিত্র মক্কা ও মদিনা শরীফে আল্লাহ্‌র অলি আউলিয়াগণের ওরছ শরীফ উদ্‌যাপনের এই ঐতিহাসিক তথ্যের উল্লেখ করা হয়েছে, এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ, কোনো আমলের উপর মুহাক্কিকগণের ঐক্যমতের প্রতিষ্ঠা শরীয়তের দলিলরূপে গৃহীত হয়। যেমন- নুরুল আনোয়ার নামক বিখ্যাত উসূলে ফিকাহর গ্রন্থে বলা হয়েছে-

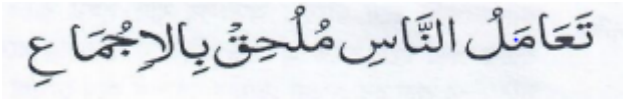

অর্থাৎ- মুহাক্কিকগণ যা আমল করে থাকেন তাপ ইজমার পর্যায়ভুক্ত। এক্ষেত্রে উক্ত মুহাক্কিক ওলামায়ে কেরামের যদি মুজতাহেদীন নাও হন, তবুও কোনো মাসআলার ক্ষেত্রে তাঁদের ঐক্যমত্যতা শরীয়তের প্রামাণ্য দলিলরূপে গৃহীত হয়। (মুসাল্লামুছ্ছাবুত দ্রষ্টব্য)। আবার নিখিল ওলামাবৃন্দের মধ্যে পবিত্র মক্কা ও মদিনা শরীফের ওলামায়ে কেরাম সকলের অগ্রগণ্য বলে বিবেচিত হন। এই সকল বিবেচনায় মক্কা ও মদিনা শরীফের মুহাক্কিক উলামাবৃন্দের ওরছ শরীফ উদ্‌যাপনের এই বর্ণনাটি অপরিসীম গুরুত্বের দাবী রাখে।

উপরোক্ত বর্ণনা মদিনা শরীফের উলামাগণ কর্তৃক মহান সাহাবী হযরত আমির হামজা (রাঃ) ওরছ উদ্‌যাপন এবং মক্কাবাসীদের আরবে বিখ্যাত আল্লাহ্‌র অলী হযরত সৈয়দ আহাম্মদ নাদভী (রঃ) এর ওরছ শরীফ শান শওকতের সঙ্গে উদ্‌যাপনের যে দুটি ঐতিহাসিক তথ্যের অকপট বর্ণনা করেছেন তা ইতিহাসেরই নিরপেক্ষ বর্ণনা ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে দেওবন্দের ওহাবী কর্তৃপক্ষ এই ক্ষেত্রে কপটতার আশ্রয় নেয়। তাঁরা ওরছ শরীফের উক্ত ঐতিহাসিক প্রমাণাদি ফতোয়ায়ে রাশেদিয়া'র পরবর্তী সংস্করণগুলি থেকে বাদ দিয়ে মুদ্রণ করে। তাঁরা ভেবেছিল যে, এর দ্বারা আরব দেশে ওরছ শরীফ উদ্‌যাপনের অকাট্য প্রমাণগুলো ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলা যাবে। কিন্তু পরিণামে তাদের এই শয়তানী ষড়যন্ত্র সফল হয় নাই। কারণ সে সময়ে ধর্মীয় পরিমন্ডলে আরবের বিখ্যাত আল্লাহর আউলিয়া হযরত সৈয়দ আহাম্মদ নাদভী (রঃ) এর ওরছ শরীফ উদ্‌যাপন হওয়ার বিষয়টি বহুল আলোচিত ছিল বিধায় এতদসংক্রান্ত বিভিন্ন মাসায়েল আলোচনা শুধু ফতোয়ায়ে রাশেদীয়ায় নয়, উপরন্তু সমসাময়িক অন্যান্য ফতোয়ার কিরাবাদিতেও এর বহুল আলোচনা হয়েছে। সুতরাং ফতোয়ায়ে রাশেদীয়া থেকে ষড়যন্ত্র মূলকভাবে ওরছ শরীফের ঐতিহাসিক তথ্যগুলো বাদ দেওয়া হলেও আরব দেশে আল্লাহ্‌র অলী আউলিয়াগণের ওরছ শরীফ উদ্‌যাপনের প্রাচীন প্রমাণাদি ইতিহাসের পাতা থেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলা যায়নি। ফতোয়ায়ে শামী, তাকবীরে জাবায়েহ প্রভৃতি ফেকাহর কিতাবাদিতে এর পরোক্ষ প্রমাণ রয়েছে।

১০. এ প্রসঙ্গে ফাতোয়ায়ে শামী ১ম খন্ডে জিয়ারতে কবর অধ্যায়ে বর্ণিত আছে-

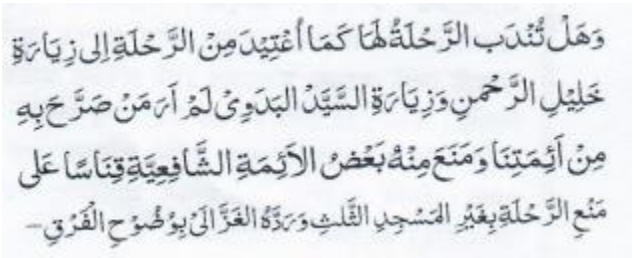
وَهَلْ تُنْدَبُ الرَّحْلَةُ لَهَا كَمَا اُعْتِيْدَ مِنَ الرَّحْلَةِ اِلَى زِيَارَةِ
خَلِيْلِ الرَّحْمٰنِ وَزِيَارَةِ السَّيِّدِ الْبَدَوِيِّ لَمْ اَرَ مَنْ صَرَّحَ بِهِ
مِنْ اَئِمَّتِنَا وَمَنَعَ مِنْهُ بَعْضُ الْاَئِمَّةِ الشَّافِعِيَّةِ قِيَاسًا عَلَى
مَنْعِ الرَّحْلَةِ بِغَيْرِ الْمَسْجِدِ الثَّلٰثِ وَرَدَّهُ الْغَزِّيُّ بِوُضُوْحِ الْفَرْقِ۔

অর্থাৎ কবর জিয়ারত উপলক্ষে সফর করা মুস্তাহাব। যেমন আজকাল হযরত খলিলুর রহমান এবং হযরত সৈয়দ নাদভী (রঃ) এর মাজার জিয়ারত করার জন্য সফর করা হয়। আমি এ বিষয়ে আমাদের ইমামদের কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেখিনি। তবে শাফি মাযাহাবের কয়েকজন আলেম তিন মসজিদ ব্যতিত সফর নিষেধ এই হাদিসের উপর অনুমান করে নিষেধ করেছেন। কিন্তু ইমাম গাযযালী (রাঃ) এ নিষেধাজ্ঞার যুক্তিকে খন্ডন করেছেন এবং মসজিদ ও মাজারের মধ্যে পার্থক্যটা বিশ্লেষণ করে দেছিয়েছেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লামা শামীর যুগে আরবের বিখ্যাত আল্লাহর আউলিয়া হযরত সৈয়দ আহম্মদ নাদভী (রঃ) এর মাজার জিয়ারত উপলক্ষ্যে (ওরছ শরীফ উদ্‌যাপনের সময় বা অন্য সময়ে) লোকজনের

ব্যাপক সমাগম ঘটত। ওরছ শরীফ উদ্‌যাপন তথা মাজার জিয়ারত উপলক্ষে এ ধরণের সফর সে সময়ে ধর্মীয় পরিমন্ডলে যে ব্যাপক আলোচনার বিষয় ছিল তা উপরোক্ত বর্ণনা থেকে বিলক্ষণ বোঝা যায়।

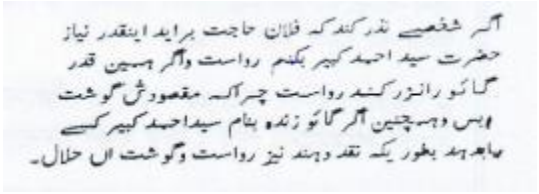

১১. দেওবন্দীদের পেশওয়া ইমাম মাওলানা ইসমাইল দেহলভী সাহেব প্রণীত 'তাকবিরে জবায়েহ' গ্রন্থে আরবের বিখ্যাত আউলিয়া সৈয়দ আহমেদ কবির নাদভী (রঃ) এর ফাতেহাখানী বা ওরছ শরীফে জনসাধারণের নজর-মান্নত আদায়ের এক মাসআলার আলোচনাক্রমে লিখেছেন-

اگر شخصے نذر کند کہ فلان حاجت برآید اینقدر نیاز
حضرت سید احمد کبیر بکنم رواست واگر ہمین قدر
گاؤ را نذر کند رواست چراکہ مقصودش گوشت
وبس وہمچنین اگر گاؤ زندہ بنام سید احمد کبیر کسے
بدہد بطور یکہ نقد دہند نیز رواست وگوشت اں حلال۔

অর্থাৎ- 'যদি কোনো ব্যক্তি মান্নত করে যে, আমার অমুক মাকসুদ পূর্ণ হলে আমি সৈয়দ আহমেদ কবির (রঃ) এর নজর-নিয়াজ দিব তাহা হলে দুরস্ত হইবে। কেননা, (আরব) রহমাতুল্লাহি আলাইহির নামে জীবিত গরু নজর দেওয়া মান্নত করে এবং কাউকে তা দিয়ে দেওয়া হয় তা হলেও জায়েজ হবে এবং এর মাংস হালাল হবে।'

এই সকল বর্ণনা থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, আউলিয়াকেরামের ওফাত বার্ষিকীতে ওরছ শরীফ উদ্‌যাপনের প্রথা পবিত্র মক্কা ও মদিনার পাক ভূমিতেই প্রথমে শুরু হয়েছিল এবং এরই অনুসরণে পরবর্তীতে বিভিন্ন মুসলিম দেশে এর ব্যাপক প্রচলন ঘটে। ওহাবীদের মুখে প্রায়ই শুনা যায় যে, এদেশে তরিকাপন্থীরা এত ধুম ধামের সাথে ওরছ শরীফ ও মিলাদ শরীফ উদ্‌যাপন করে থাকে। কিন্তু আরব দেশে তো ওরছ ও মিলাদ নেই। এইসব কথাবার্তা ওহাবীদের অজ্ঞতাপ্রসূত ও ভিত্তিহীন সমালোচনা মাত্র। কারণ তারা ওরছ শরীফের সঠিক ইতিহাস জানে না বলেই এইসব বিভ্রান্তিকর উক্তি করে থাকে। ঐতিহাসিক সত্য এটাই যে, পূর্ববর্তী সুন্নী শাসনামলে আরবে ঠিকই ওরছ শরীফ উদ্‌যাপিত হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পরবর্তীকালে (অষ্টাদশ শতকে) আরবদেশে বাতেলপন্থী ওহাবী ধারার শাসন ব্যবস্থা কায়েম হলে পর সেখানে পাশবিক শক্তি বলে ওরছ শরীফ বন্ধ করে দেওয়া হয়। সেই দিন সুন্নী পরবর্তী ওহাবী শাসিত আরবে শুধু ওরছ শরীফ বা মিলাদ শরীফই নিষিদ্ধ করা হয়েছিল না, সাহাবায়ে কেরামসহ সকল আউলিয়াকেরামের পবিত্র মাজারগুলিও ভেঙ্গে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যা ছিল ওহাবীদের উগ্রতা, উন্মাদনা ও কুফুরী আচরণের নগ্ন বহিঃপ্রকাশ। এক্ষেত্রে তারা শরীয়তের বৈধতা বা অবৈধতার কোনো তোয়াক্কা করেনি।

ওহাবীবাদকে নব্য খারেজীবাদ বলা হয়। কারণ খারেজী মতবাদ ওহাবী মতবাদের নতুন সংস্করণ মাত্র। ঘৃণিত ওহাবী মতবাদের বহু কুফুরী আকিদা খারেজীরা আত্মস্থ করেছে। ওহাবীদের মত খারেজিরাও ইসলামের প্রাণশক্তিতে কুঠারাঘাত করেছে এবং ইসলামকে ভেতর থেকে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ করেছে।

ওহাবী মতবাদ ইসলামের একটি বাতিল ফেরকা। নিম্নে এই ওহাবী মতবাদের মারাত্মক অপকারিতা সম্পর্কে হযরত নবী করীম (সঃ)এর কয়েকটি সতর্কীকরণ ভবিষ্যদ্বাণী এবং কুফুরী স্বরুপের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পেশ করা হলঃ হযরত বাসূল (সাঃ) বলেছেন," নজদ দেশ থেকে শয়তানের দল বাহির হবে। ইসলামের মধ্যে ফেতনা ও ফাসাদ সৃষ্টি করবে।" (বোখারি শরীফ দ্রষ্টব্য)

বোখারী শরীফে লিপিবদ্ধকৃত আরেকটি হাদিসে বর্ণিত আছে। একবার আল্লাহ্‌র হাবির ইয়ামেন ও শামদেশের জন্য দোয়া করলেন। তখন সেখানে উপস্থিত জনৈক ব্যক্তি আরজ করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাদের নজদের বরকতের জন্যও দোয়া করুন। তদুত্তরে হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেন-

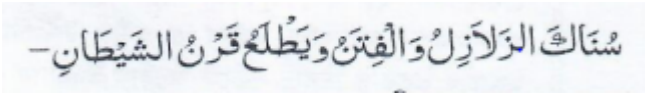

অর্থাৎ, "সেখানে (নজদ দেশে) ভুমিকম্প হবে এবং ফেতনা ফাসাদ শুরু হবে এবং ভবিষ্যতে সেখান থেকে শয়তানের শিং বাহির হবে।"- সহীহ বোখারী ২য় খন্ড,১০৫০ পৃঃ মেসকাত শরীফ ২য় খন্ড ৫৮২ পৃঃ দ্রঃ)। হযরত নবী করীম (সঃ) নজদ থেকে ভবিষ্যতে যে জন্মগ্রহণকারী মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদীই* ছিল সেই শয়তানের শিং (অভিশপ্ত ব্যক্তি) এবং তার অনুসারীরাই হল হাদিসশরীফে কথিত সেই শয়তানের দল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ তাদের আকিদা এবং কার্যকলাপের মধ্যেই সেই পরিচয় রয়েছে।

হাদিস শরীফের ভবিষ্যদ্বাণীকৃত নজদের সেই হিজবুশ্ শয়তান নরপশুরা ১২০০ হিজরী সনে যেভাবে পাশবিক নৃশংসতার সাথে সমগ্র আরবব্যাপি সাহাবায়ে কেরাম ও আউলিয়াগণের পবিত্র মাজার শরীফ ধ্বংস করেছিল। মুসলমানগণকে নির্বিচারে হত্যা করেছিল এবং শরিয়ত সম্মত মিলাদুন্নবী ও ওরছ শরীফ উদ্‌যাপন করাকে নিষিদ্ধ করেছিল তা সকল বিবেচনাতেই অমানবিক, নিন্দনীয় ও ইসলাম বিরোধী ঘৃণ্য কার্যকলাপ বলেই বিবেচিত হবে। নিম্নে নজদী ওহাবীদের কুফুরী কর্মকান্ডের কিছু ঐতিহাসিক প্রমাণ পেশ করা হল।

১২. মাওলানা জিয়াউল্লাহ আল কাদরী (রাঃ) প্রণীত ওয়াহাবী মাযহাব এবং আল্লামা আরশাদুল কাদেরী (জামশেদপুর, বিহার) সাহেব রচিত তাবলীগী জামায়াত কিতাবদ্বয়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন সমস্ত আরব দেশে সৌদি (ওহাবী) রাজতন্ত্র কায়েম হয় তখন বাদশা আব্দুল আজিজের নির্দেশে সমস্ত মাজার শরীফ ভেঙ্গে ফেলা হয় এবং মাজার সমূহের সকল আধ্যাত্মিক কার্যক্রম (যথা-মাজার শরীফ জিয়ারত বা ওরছ শরীফ উদ্‌যাপন করা ইত্যাদি) বন্ধ করে দেওয়া হয়। সেই সময় ওহাবী বাদশার এই সকল কার্যকলাপের প্রতিবাদ জানানোর জন্য সে সময়ে ভারতে খিলাফত আনদোলনের নেতা মাওলানা শওকত আলী ও মাওলানা মুহাম্মদ আলী ছয় সদস্য বিশিষ্ট একটি খিলাফত প্রতিনিধিদল ডাক্তার আনসারী ও জনাব শোয়াইব- এর নেতৃত্বে আরবে প্রেরণ করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি দলটি ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে দুইবার আরবে গমণ করেছেন এবং প্রতিবাদ জানানোসহ মাজার ও পবিত্র স্থানসমূহ ভাঙ্গার ছবি তুলে আনেন এবং তাঁদের প্রতিবেদন পেশ করেন।

উপরোক্ত এই সকল ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকে এটা স্পষ্টভাবে প্রতিয়ামান হয় যে, পূর্ববর্তী সুন্নী শাসনামলে আরবে মুসলমানগণ যথাযোগ্য মর্যাদা ও ধর্মীয় উদ্দীপনার সাথে মুস্তাহাব ওরছ ও মিলাদ শরীফের অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করতেন।।* কিন্তু ওহাবী শাসন কায়েম হওয়ার পর ভয়াবহ সন্ত্রাসী সংগঠনের মাধ্যমে এবং ওহাবী সরকারের নিষেধাজ্ঞার কারণে সুন্নী মুসলমানের উদ্‌যাপিত এই সকল মুস্তাহাব অনুষ্ঠানগুলি আজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ভবিষ্যতে ওহাবী শাসনের পতনের পর ওরছ ও মিলাদ শরীফের অনুষ্ঠান পুনরায় চালু হবে ইনশাআল্লাহ্।

১৩. আল্লামা আবুল কালাম আহসান আল-কাদেরী (মুহাদ্দিস, দারুল উলুম জিয়াউল ইসলাম মাদ্রাসা, ভারত) সাহেব প্রণীত পুস্তিকার মধ্যে লিখেছেন যে, হযরতুল আল্লামা শাহ্ মাওলানা আব্দুল আজিজ মোহাদ্দেসে দেহলভী রহমাতুল্লা আলাইহি (১৫৯ হিঃ-১২৩৯ খ্রীঃ) সাহেব প্রতি বছর স্বীয় বুজুর্গ মহান পিতা হযরত শাহ্ অয়ালী উল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলভী (রঃ) সাহেবের ওরছ শরীফ উদ্‌যাপন করতেন। এই সম্পর্কে মৌলানা আব্দুল হাকিম শিয়ালকোটি এই বলে আপত্তি উত্থাপন করেন যে, মৌলানা আব্দুল আজিজ মোহাদ্দেস দেহলভী (রঃ) ওরছকে ফরজ মনে করেন, কেননা তিনি প্রতিবছর ওরছের আয়োজন করে থাকেন। শিয়ালকোটিতর এই ভিত্তিহীন আপত্তিহীন দাঁতভাঙ্গা জবাব দানপূর্বক হযরত শাহ্ সাহেব কেবলাহ্ (রাঃ) প্রণীত যুবদাতুন নাছায়েহ গ্রন্থে লেখেন-

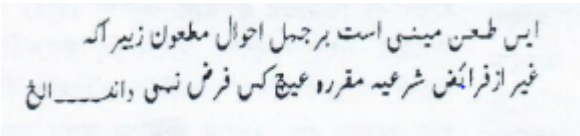
ایں طعن مبنی است بر جہل احوال مطعون زیرا کہ
غیر از فرائض شرعیہ مقررہ عیچ کس فرض نمی داند۔۔۔الخ

অর্থাৎ- এই ধরণের বিদ্রূপ শুধুমাত্র এই বিষয়ে অজ্ঞতার কারণেই হচ্ছে। কেননা শরীয়তের ফরজ কাজসমূহ ব্যতিত অন্যকোনো কিছুকে মুসলমানগণ ফরজ মনে করে না। প্রকৃত পক্ষে জিয়ারত করা, বুজুর্গানদের কবর থেকে বরকত হাসিল করা, কুরআন তেলাওয়াত, দোয়া-খায়ের করা এবং ফাতেহা শরীফ পাঠান্তে শিরণী ও খাদ্যাদি বিতরণ করা ইত্যাদি ওলামাদের সর্বসম্মত মতানুসারে জায়েজ ও অতি উত্তম কাজ।

উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ সূফী সাধক ফার্সী ভাষার বাঙ্গালী মহাকবি রাসূলে নোমা পীর কুতুবুল এরশাদ হাফেজ হযরতুল আল্লামা শাহ্‌সূফী সৈয়দ ফতেহ আলী ওয়াইসী হুজুর রাদিআল্লাহ আনহু (১৮১৬ খ্রীঃ - ১৮৮৬ খ্রীঃ)* আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিবছর নিয়মিত ফাতেহা-ই-দোয়াজদাহাম ও ফাতেহা-ই-ইয়াজ দাহাম অর্থাৎ নবী অলি আউলিয়াগণের ওফাত দিবসের ফাতেহাখানা বা ওরছ শরীফের অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করতেন। তাঁর ওফাতের পর কলিকাতার মানিকতলা ২৪/১, মুন্সীপাড়া লেন, দিল্লীওয়ালা কবরস্থান অবস্থিত তাঁর মাজার শরীফে ওরছ শরীফ উদ্‌যাপনের সেই ধারাক্রমে জারি রয়েছে। প্রতি বছর সেখানে জৌক ও শৌকের সাথে ওরছ শরীফ উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে।

১৪. হযরত শাহ্‌সূফী সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রহঃ)-

যিনি রাসূলে নোমা হযরত সূফী ফতেহ আলী ওয়াইসী হুজুর কুদ্দেসাসীররুহুল আযিয সাহেব কেবলাজানের প্রধান খলিফা ছিলেন এবং বাংলা ও আসামের লক্ষ লক্ষ মুরিদের মুর্শিদ ছিলেন। তাঁর দরবার শরীফ কলিকাতার গোবরাবাগে অবস্থিত এবং সেখানে বর্তমানে তাঁর প্রতিষ্ঠিত খানকায়ে মুজাদ্দেদীয়ায় প্রত্যেক বছর আপন মুর্শিদ কেবলার ওফাত বার্ষিকীর ওরছ শরীফ উদ্‌যাপন করতেন এবং এখনো তা চালু আছে।

১৫. কুতুবুল এরশাদ হযরত মাওলানা শাহসূফী খাজা মোহাম্মদ ইউনুস আলী এনায়েতপুরী নক্‌শবন্দী মোজাদ্দেদী (রহঃ) (১২৯৩-১৯৫৮ বাংলা সন) বিদায়ী হিজরী শতাব্দীর বাংলা ও আসামের কিংবদন্তি মহান সাধক পুরুষ এই মহান আকবরে আউলিয়া গুরু এসব এলাকার লক্ষ লক্ষ লোকের আদর্শ মুর্শিদ ছিলেন। তাঁর ধর্মানুশীলন পূর্ণ শরীয়ত ও তরিকতানুগ ছিল। পীর মাশায়েখদের তরিকতের আদর্শানুসরণের তিনি ওরছ শরীফ উদ্‌যাপন করতেন এবং এখনো তা চালু আছে।

হযরত খাজা হুজুর শাহ্‌ এনায়েতপুরী (রঃ) আপন মুর্শিদে কেবলা হযরত সৈয়দ ওয়াজেদ আলী মেহেদীবাগী (রঃ) এর এজাজত ক্রমে আনুমানিক বাংলা ১৩২২ সালে ইজ তত্ত্বধানে এনায়েতপুর দরবার শরীফে সর্ব প্রথম ওরছ শরীফ উদ্‌যাপন করেন।

ওরছ শরীফ উদ্‌যাপন করার ব্যাপারে তাঁদের মুর্শিদে কেবলা হযরত সৈয়দ হুজুরপাকের উল্লেখিত সেই মহান এজাজত দান প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, বাংলা ১৩২২ সনের পূর্বে একবার হযরত হুজুর শাহ্‌ এনায়েতপুরী (রঃ) তাঁর কিছু সংখ্যক মুরিদ দিয়ে তাঁর মহান মুর্শিদ কেবলাজানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি তাঁদের দেখে এত খুশী হন যে, পিতৃস্নেহে নিজের পার্শ্বে বসিয়ে তাঁদের নিজ হাতে খানা খাওয়ান এবং তারপর তাঁর প্রিয় খলিফা হযরত খাজা হুজুর শাহ্‌ এনায়েতপুরী (রঃ) কে উদ্দেশ্য করে বলে দেন, "বাবা, এখন থেকে তুমি তোমার মুরিদান সম্ভিব্যহারে নিজ দরবারে ওরছ শরীফ উদ্‌যাপন করিও।"

হযরত খাজা হুজুর (রঃ) মুন্সী আজগর আলী, মুন্সী ছামির আলী, মুন্সী শের মোহাম্মদ এবং স্থানীয় কিছু কিছু মুরিদানকে নিয়ে তাঁর শ্বশুর সাহেবে হযরত আলী মামুদ সরকার সাহেবের বাড়ির প্রাঙ্গণে আনুমানিক বাংলা ১৩২২ সনে প্রথম ওরছ মাহফিল সম্পন্ন করেন। ঐ বৎসর অনেকদিন ধরে খরা ও অনাবৃষ্টি ছিল বিধায় স্থানীয় লোকেরা হযরত খাজা হুজুরকে বৃষ্টির জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে অনুরোধ করেন। হযরত খাজা হুজুর শাহ্‌ এনায়েতপুরী (রঃ) কে এরশাদ করেন, "বৎস! রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে ফরমাইয়াছেন যে ওরছ শরীফ মাহফিল যেন চিরদিনই অনুষ্ঠিত হয় এবং কোনো বছরই যেন বাদ না পড়ে। কারণ এর সাথে যাবতীয় আম্বিয়া ও আউলিয়াগণের অবিচ্ছিন্ন রূহানী সম্বন্ধ জড়িয়ে আছে।"

অন্য এক বর্ণ্না থেকে জানা যায় যে, জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ নিবাসী মরহুম জসিমুল্লাহ সরকার সাহেবে একদিন এনায়েতপুর দরবার শরীফে এসে ওরছ শরীফের উপর নানা প্রকার বাধা বিপত্তির কথা চিন্তা করে মনে মনে ভাবতেছিলেন যে, ওরছ শরীফের উপর শত্রুরা যে রকমভাবে শত্রুতা শুরু করিয়াছে তাতে হয়ত অদূর ভবিষ্যতে আর ওরছ মাহফিল করা সম্ভম হবে না। এমন সময় হযরত খাজা হুজুর শাহ্‌ এনায়েতপুরী (রঃ) হঠাৎ হুজরা শরীফ থেকে বাহির হয়ে সরকার সাহেবের কাছে আসিয়া বললেন, "বাবা তুমি কি চিন্তা করিতেছ? রাসুলুল্লাহ (সঃ) আমাকে জানাইয়াছেন যে, ওরছ শরীফের মাহফিল কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকবে। মানুষ না করলে আল্লাহ্‌র ফেরেশ্‌তারা এর আয়োজন করবে।

হযরত খাজা হুজুর শাহ্‌ এনায়েতপুরী (রঃ) প্রথম বছর মুষ্টিমেয় কয়কেজন মুরিদানের সমভিহারে ওরছ শরীফ উদ্‌যাপন করেন। অতঃপর প্রতি বছর শরীফে মুরিদানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং বাংলা ১৩২৭ সনের পর থেকে বাৎসরিক ওরছ মোবারকের বর্ণনা আমি মতপ্রণিত "আদর্শ মুর্শিদ" গ্রন্থের ১ম সংস্করণে এভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছিল। ওরছ শরীফের সময় হলেই বাংলা আসামের অঞ্চল থেকে অগণিত জাকেরবৃন্দ দলে দলে এনায়েতপুর শরীফে উপস্থিত ততে থাকে। তখন

কে আমীর কে ফকির, কে বিদ্বান, কে মূর্খ বুঝিবার সাধ্য থাকে না। কী যেন এক অপূর্ব ভাবাবেগে তাঁরা মত্ত হয়ে পড়ে যে, হিংসা বিদ্বেষ, আত্মগৌরব এবং আপন পর কিছুই তাঁদের স্মরণে থাকে না। প্রত্যেকে প্রত্যেকের ভাই এবং সকলেই এক পথের যাত্রী- ইহাই যে তাঁদের হৃদয়ে জাগে।

একই ভাবে জামানার মোজাদ্দেদ সৈয়দ আবুল ফজল সুলতান আহমেদ চন্দ্রপুরী (রঃ) তাঁর পীর ও মোর্শেদ বিশ্ব বিখ্যাত আধ্যাত্মিক মহাসাধক খাজায়ে শাহ্সূফী ইউনুস আলী এনায়েতপূরী (রঃ)-এর ওরছ উদ্যাপন করেন এবং এখনো তা চলমান রয়েছে।

একইভাবে শাহেনশাহে তরিকত বিশ্ববিখ্যাত মোফাসসেরে কোরাআন শাহসূফী আলহাজ্ব মাওলানা হযরত কুতুবউদ্দিন আহমদ খান মাতুয়াইলী নশবন্দি মোজাদ্দেদি কেবলাজান তাঁর মহান মুর্শিদ জামানার মোজাদ্দেদ সৈয়দ আবুল ফজল সুলতান আহমদ চন্দ্রপুরী (রহ:) এর ওরছ ও নূরে বরকত উদ্যাপন করতেন। যা এখনো চলমান।

এরকইভাবে আমিও আমার মহান পীর ও মুর্শিদ শাহসূফী বিশ্ববিখ্যাত মোফাসসেরে কোরাআন শাহসূফী আলহাজ মাওলানা হযরত কুতুবউদ্দিন আহমদ খান মাতুয়াইলী (রঃ) এর ওফাত দিবসে প্রতিবছর মহাপবিত্র ওরছ শরীফ ও বিশ্বজাকের এজতেমা অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়া আসিতেছি।

"অলী আউলিয়াগণের দরবারে যে পবিত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদ্যাপিত হয় তা মূলত প্রয়াত কোনো আল্লাহওয়ালার বেছালত দিবসে তাঁরই রূহ মোবারকে ছওয়াব রেছানীর উদ্দেশ্যে আয়োজিত মজলিশ। পূর্ব জামান থেকেই ওরছের অনুষ্ঠান পালিত হয়ে আসছে। তবের নামের তফাৎ ছিল মাত্র। যেমন ফাতেহা-ই দোয়াজদাহাম এবং ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহাম। রাসূলে পাক (সাঃ) এর জন্ম ও ওফাত বার্ষিকীতে যে ফাতেহা উদ্যাপন করা হয় তাহাই ফাতেহা-ই-দোয়াজদাহাম।এটা মূলত ওরছই, তবে নামে তফাৎ মাত্র। ১১ই শরীফ (ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহাম) হযরত গাউসে পাক (রঃ) সাহেবের বেছালত (ওফাত) দিবস বিশ্বের বহু জায়গাতে হযরত গাউসে পাক (রঃ) এর বেছালত দিবসে তাঁরই পবিত্র রূহে ছওয়াব প্রেরণের জন্য ফাতেহা অনুষ্ঠান উদ্যাপন করা হয়। এটাও ওরছ বৈকি।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা গেল পবিত্র ওরষ শরীফ হল ছওয়াব রেছানীর অনুষ্ঠান। জামে আউলিয়া, জামে আম্বিয়া ও তামাম মুসলমানদের বিদেহী রূহপাকে ছওয়াব রেছানী করা। মুসলমানের বিদেহী রূহ মোতাবেক।

নবী-রাসূল ও অলী আউলিয়াগণের আরওয়াহপাকে ছওয়াব রেছানী করা প্রত্যেক মুসলমানেরই কর্তব্য। কারণ তাঁরা আল্লাহর রহমতস্বরূপ। কেননা আল্লাহ্ তাআলা কোরআন শরীফে ফরমান " ইন্না রাহমাতাল্লাহী কারিবুম মিনাল মুহসেনীন" (সুরা আরাফ-৫৬)। অর্থাৎ, আমার রহমত আউলিয়াদের কাছে গচ্ছিত আছে। তাঁদের উছিলাতেই আল্লাহপাক তদীয় সৃষ্টির প্রতি রহমত বিতরণ অব্যাহত রেখেছেন। তাঁদের উছিলাতেই জমিতে ফসল হয়, পানিতে মাছ হয়, গাছে ফল হয়, আকাশ থেকে মিঠা পানি বর্ষে। তাঁদের আরওয়াহ্ পাকে ছওয়াব নজরানা দেওয়া দুনিয়াবাসী মুসলমানবর্গের নৈতিক দায়িত্ব। অবশ্য অলী আউলিয়া সকলই বা নবী রসূলগণ আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কারো প্রতি মুখাপেক্ষী নন। কেউ তাঁদের রূহে ছওয়াব প্রেরণ করুক বা না করুক, তাতে তাঁদের কিছু আসে যায় না। তবুও আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য তাঁদের আরওয়াহ্ পাকে ছওয়াব রেছানী করা, অলী আউলিয়া ও নবী রাসূলগণের পাকরূহে ছওয়াব নজরানা দিলে, নজরানা প্রেরণকারীর জন্য রূহানী জগৎ থেকে তাঁদের পাকরূহে দোয়া করে যা ছওয়াব প্রেরণকারীর জন্য কল্যাণ বয়ে আনে।

বর্তমান জামানা অত্যন্ত মুছিবতের জামানা, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে শুধু বিপদ আর বিপদ। সর্বত্রই মারামারি, হানাহানী, কাটাকাটি। কোনো শান্তি নাই। এমন ভয়াবহ জামানা বোধ করি ইতিপূর্বে আর অতিবাহিত হয় নি। ভদ্রতা নাই। মানুষে মানুষে মহব্বত নাই। আগের দিনে কোনো এক পথিক রাত্রি বেলা পথ চলার সময়ে আরেকজন পথিককে দেখিলে খুশী হত। আর বর্তমান তাঁর বিপরীত। পথিক অন্য কাউকে দেখলে ভয় পায়। এই যুগে মানুষ মানুষকে হত্যা করে আনন্দিত হয়। এই জামানায় ভাল থাকতে হলে অলি আউলিয়াদের সার্বক্ষণিক নেক দৃষ্টি ছাড়া উপায় নাই। আর অলি আউলিয়ার সার্বক্ষণিক নেক দৃষ্টি লাভ করতে হলে তাঁদের আরওয়াহ পাকে ছওয়াব রেসানী জরুরি কাজ। তাই ওরছ শরীফ বিশ্ব মানবের জন্য কল্যাণকর এক পবিত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান।

তবে ওরছ শরীফ যে কেউ ইচ্ছা করলে করতে পারে না। আর করলেও তা কবুল হয় না। এটা কবুলিয়তের জন্য নিম্নের দুটি শর্ত একান্তই প্রয়োজন। যথা-

ওরছ শরীফ রেসানীর যেহেতু অলি আল্লাহগণের আরওয়াহ পাকে ছওয়াব রেসানীর উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় তাই এটা পরিচালনার জন্য প্রয়োজন একজন স্বীকৃতি প্রাপ্ত অলিয়েকামেল মুর্শিদ। স্বীকৃতি প্রাপ্ত অলিয়েকামেল মুর্শিদের পরিচয় কী? আল্লাহপাক বলেন, " তোমরা যদি আমার সান্নিধ্য চাও তবে জড় জগৎ নূরের জগৎ ও সীফাতের জগৎ পার হইয়া আমার আকরাবিয়াতে আস" (হাদিসে কুদসী)। কিন্তু জড় জগৎ ও নূরের জগৎ বা সীফাতের জগৎ পার হওয়া তো সহজ কথা নয়। দীর্ঘ সময় দুঃসাধ্য সাধনা কঠোর ত্যাগ তিতিক্ষা বা অনাহার অনিদ্রায় অতিবাহিত করার পরে যে সাধনা নফস্‌ের শৃঙ্খলমুক্ত হতে পারে দুনিয়া মোহমুক্ত হতে পারে এবং আল্লাহ্ ভিন্ন সবকিছুকে দেল থেকে ঝেড়ে ফেলে এক খোদা তা'য়াআলাকে নিজ দেলে স্থান দিতে পারেন। তিনি পারেন জড় জগৎ, নূরের জগৎ ও সীফাতের জগৎ পার হয়ে খোদা তয়াআলার সান্নিধ্যে পৌছাতে। সে সাধক ত্রিবিধ জগৎ পার হয়ে খোদা ত'য়াআলার জাত সমুদ্রে নিমজ্জিত হন তিনি বেলায়েত নবুয়্যতের মর্যাদা পান। অতঃপর খোদা ত'য়াআলা যদি প্রয়োজন মনে করেন তবে তাকে হেদায়াতের যাবতীয় গুনাগুণ অর্পণপূর্বক দুনিয়ার দিকে ঘুরিয়ে দেন। আল্লাহ্ ভোলা মানবসমাজকে সত্য পথের দিশা দেওয়ার জন্য। এটাই কামালতে নবুয়্যতের মর্যাদা। সে সকল সাধক বেলায়েতে নবুয়্যত* ও কামালতে নবুয়্যতের* মর্যাদা প্রাপ্ত তাঁরাই স্বীকৃতিপ্রাপ্ত অলি আউলিয়া বা কামেল মোর্শেদ। কেবলমাত্র তাঁদের দ্বারায় যদি ওরছ পরিচালিত হয় তবেই তা কবুলিয়াতের যোগ্যাতা প্রাপ্ত হয়।

শরীয়ত ও সুন্নতের গন্ডির মধ্যে ওরছ উদ্‌যাপিত হতে হবে। শরীয়তের খেলাফ কর্মকান্ড ওরছ অনুষ্ঠানে সন্নিবেশিত তা আর কবুল যোগ্য থাকে না। তবে প্রথম শর্ত যথাযথ প্রতিপালিত হলে ২য় শর্ত এমনিতেই সম্পন্ন হয়। কারণ স্বীকৃতিপ্রাপ্ত অলি আউলিয়া কখনো শরীয়তের খেলাফ কোনো কাজ করেন না, করতেও দেন না।

১৬. ফুরফুরা পীর ছাহেব মাওলানা শাহ্ আবু বকর সিদ্দিকী (রঃ) তাঁর নিজ দরবারে বাৎসরিক ইশালে ছওয়াবের অনুষ্ঠান (ওরছ শরীফ) উদ্‌যাপন করতেন। আল্লামা ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ছাহেব প্রণীত ইসলাম প্রসঙ্গ' গ্রন্থের ১৯৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন হুজুর কেবলা প্রত্যেক বছর ফুরফুরা শরীফ ফাল্গুন মাসের ২১,২২,২৩ তারিখ ইছালে ছওয়াবের নিয়ম করেছেন। তাতে কয়েক সহস্র লোকের খাওয়া ও থাকার বন্দবস্ত করা হয় এবং ওয়াজ, খতমে কুরআন প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা হয়। এই ইছালে ছওয়াবে অসংখ্য লোক তাঁর ভাষণ শুনে মুগ্ধ হত। অনেকে তাঁর কাছে মুরিদ হত।

ছারছিনার পীর হযরত মাওলানা নেছারুদ্দিন আহম্মদ ছাহেব ছিলেন ফুরফুরার পীর ছাহেবের প্রধান খলিফা। তিনি আপন পীরের আদর্শ অনুসরণে তাঁর নিজ দরবারে ছারছনিয়ায় প্রত্যেক বছর দুইবার অর্থাৎ প্রত্যেক অগ্রাহায়ন মাসের ১৪,১৫ ও ১৬ তারিখ এবং ফাল্গুন মাসের ২৭, ২৮ ও ২৯ তারিখে তিনদিনব্যাপি ইছালে ছওয়াবের মাহফিল করতেন বলে তাঁর বিভিন্ন জীবনী গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি বলতেন, " আমি সকলের ঘরে ঘরে গিয়ে হেদায়াত পৌছাতে পারি না এবং সম্ভবও নয়। এ জন্য আমি ইশালে ছওয়াবের মাহফিল কায়েম করলাম যেন নির্দিষ্ট তারিখে সকল স্থানের লোক একত্রিত হতে পারে এবং আমি তাদের কাছে হেদায়াত বাণী পৌছাতে পারি"।

১৭. তরিকতের মহান ইমাম ও পীর মাশায়েখগণের মাজার শরীফ এই উপমহাদেশসহ প্রাচ্য প্রতিচ্যের বিভিন্ন মুসলিম দেশে ছড়িয়ে রয়েছে। ওহাবীরা অলি আউলিয়াগণের মাজার শরীফকে এনকার বা হেয় জ্ঞান করলেও বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নী মুসলমান আলেম ওলামা সকলে আল্লাহ্‌র অলি আউলিয়াগণের মাজার শরীফকে বর্কতপূর্ণ মনে করেন এবং মাজার শরীফ জিয়ারতের মাধ্যমে মানব জীবনেই ইহ ও পরলৌকিক মঙ্গল সাধিত হয় বলে বিশ্বাস করেন।

নিম্নে তরিকরতের মহান ইমাম ও পীর মাশায়েখগণের ঐতিহাসিক কিছু মাজার শরীফের বর্ণনা দেওয়া হল। শত শত বছর ধরে মুসলমানগণ ভক্তি ও মহব্বতাপ্লুত চিত্তে সেই সব পবিত্র মাজারগুলিতে আসেন, জিয়ারত করেন। ফাতেহাখানি তথা বাৎসরিক ওরছ শরীফ উদ্‌যাপন করেন, এটা মুসলমানদের নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিষয় বলে হাজার হাজার বৎসর ধরে মুসলমানদের অন্তরকে এটা ধারণ করে রেখেছে।

পবিত্র নাজাফ, পবিত্র কারবালা, বাগদাদ শরীফ, আজমির শরীফ, সেরহিন্দ শরীফ, সিলেট শরীফ, ঢাকার হাইকোর্টে হযরত খাজা শরীফুদ্দিন চিশতীর মাজার শরীফ, মিরপুরে শাহ্ আলী বোগদাদীর মাজার শরীফ ও প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত তরিকতের মহান ইমাম ও পীর মাশায়েখগণের পবিত্র মাজার সমূহে বিপুল ধর্মীয় উদ্দীপনায় প্রতি বছর ওরছ শরীফ উদ্‌যাপনের জন্য দিকবিদিক থেকে লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রান মুসলমান সমবেত হন- এটা পবিত্র ওহুদের সেই ঐতিহাসিক যোগসূত্রতাকে সংস্থাপিত করে যে, প্রত্যেক বছর নবী করীম (সাঃ) আনুষ্ঠানিকভাবে ওহুদের মহান শহীদানদের মাজার শরীফ জিয়ারতের জন্য সাহাবা সমভিব্যহারে গমন করতেন।

আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত গাউসুল আযম (রহঃ) এর মাজার শরীফকে জগদ্বাসীর সম্মুখে শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত ও মারেফতের নূরানী আদর্শে উজ্জ্বল নিশানা রূপে চির উদ্ভাসিত করে রেখেছেন। হাজার বছর হল দলে দলে মুসলমানগণ এই পবিত্র মাজার শরীফে আসেন, জিয়ারত করেন ও প্রতি বৎসর ১১ই রবিউসসানিতে ফাতেহ-ই-ইয়াজদহম শরীফ অর্থাৎ বড় পীর ছাহেব কেবলার ওফাত বার্ষিক শরীফ উদ্‌যাপন করেন। এটা মুসলমানদের নিজস্ব ধর্ম, ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অন্তর্গত বিষয় বিধায় এটা সারা দুনিয়ার মুসলমানগণ এই আদর্শ ও ঐতিহ্য অনুসরণে ফাতেহ-ই-ইয়াজদহম পালন করেন এবং এর জায়েজ ও মুস্তাহাব মনে করেন।

হযরত দাতা গঞ্জেবখ্‌শ (রহঃ) এর মাজার শরীফ লাহোর নগরীর ভাই দরওয়াজার বাহির পশ্চিম দিকে অবস্থিত। দরজার ভেতর প্রবেশ করলেই বাম দিকে মসজিদের দরজা। দরজার এক পার্শ্বে চুবদার গোলাম রাসূলের মাজার। তিনি এই মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা। এর পূর্ব দিকে সাইয়্যেদ ওমর সাহেবের মাজার। আরও একটু অগ্রসর হলে ডান দিকে একটি হুজরা। হুজরার তালাবদ্ধ দরজার উপর লিখিত আছে হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (রঃ) এর এতেকাফের হুজরা শরীফ। হযরত দাতা গঞ্জেবখ্‌শের মাজার শরীফের কোব্বা সর্বপ্রথম সুলতান মাহমুদ গজনবীর ভ্রাতুষ্পুত্র যহীরূদ্দৌলা সুলতান ইব্রাহীম ইবনে সুলতান মাসউদ গজনবী নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। (তাযকেরাতুল আউলিয়া)

হযরত দাতা গঞ্জেবখ্‌শ (রঃ) এর পবিত্র মাজার পাকিস্তান তথা সমগ্র উপমহাদেশের কোটি কোটি মুসলমানদের আত্মিক আকর্ষণীয় স্থান এবং নূরানী জিয়ারতগাহ। বর্ণিত আছে হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (রঃ) এবং বাবা হযরত ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর (রঃ) প্রমুখ শ্রেষ্ঠ আউলিয়াদের মাজার শরীফের পাশে চিল্লা করেছেন এবং তাঁহার রূহানী ফায়েজ হাসিল করতেন। উক্ত দুই মহান বুজুর্গ আউলিয়ার এতেকাফের হুজরা আজও দাতা গঞ্জেবখ্‌শের দরগা শরীফে বিদ্যমান আছে।

তাঁর গঞ্জেবখ্‌শ উপাধি হওয়ার কারণ এইরূপ বর্ণিত আছে যে, হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন আজমেরী (রঃ) চিল্লা শেষে দাতা ছাহেবের মাজার থেকে বিদায়কালে নিম্মোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করেন।

گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا
ناقصانرا پیر کامل کاملانرا راہنما

গঞ্জেবখ্‌শে ফায়জে আলম মাজহারে নূরে খোদা
নাক্বেছঁরা পীরে কামেলঁরা রাহানাম!!

অর্থাৎ- "হযরত আবুল হাসান আলী হাজওয়াইরী (রঃ) আল্লাহ্‌পাকের রহমতের ভান্ডার বকশিসকারী সারা দুনিয়ার জন্য ফায়েজ এবং আল্লাহ্‌র নূরের প্রকাশস্থল তিনি অপূর্ণ অলি আউলিয়াদের জন্য কামেল পীর এবং কামেল পীরদের জন্য পথ প্রদর্শক" ।

এ ঘটনার পর থেকে তাকে দাতা গঞ্জেবখ্শ নামে আখ্যায়িত করা হয়। প্রতি বছর সফরচান্দের ১৯ ও ২০ তারিখে জাতীয় মর্যাদায় তাঁর মাজার শরীফে ওরছ শরীফ উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। তরিকতের মহান ইমাম সুলতানুল হিন্দ হযরত গরিবে নেওয়াজ খাজাবাবা মুঈনুদ্দিন চিশতী (রঃ) -র মাজার শরীফ ভারতের (রাজস্থান রাজ্যের অন্তর্গত) আজমীর শরীফে অবস্থিত। আল্লাহতা'আলা এই মাজার শরীফকে তাঁর কুদরতের দর্পন ও নিদর্শন রূপে পৃথিবীর উপর অনেক উঁচু করে স্থাপন করেছেন।

হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (রঃ) ৬৩৩ হিজরি সনে ৬ই রজব রবিবার দিন ওফাত গ্রহণ করেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র আউলিয়াগণের তো মৃত্যু নাই। তাই ওফাতের আগে যেরূপ ছিল তদ্রূপ ওফাতের পরেও তাঁর মাজার শরীফে রব্বানী ক্ষমতা ও গৌরবের আকাশচুম্বী নিশান দেখ কেমন সগৌরবে আকাশে উড়ছে। হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে, "মৃত্যু সেতু তুল্য, বন্ধুকে বন্ধুর সঙ্গে সম্মিলিত করে দেয়। এখানে অবশ্য আল্লাহ্‌র অলি আউলিয়াগণের ওফাতের কথা বলা হয়েছে যা তাহাদিগকে মাহাবুবে হাকিকী অর্থাৎ প্রকৃত বন্ধুর সঙ্গে সম্মিলিত করে দেয়"। আল্লাহর সঙ্গে হযরত খাজাবাবার মহামিলন লাভের এই বিষয়টি তাঁর ওফাতের সময় অনেক ঘটনাবলির মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল।

বর্ণিত আছে গরীবে নেওয়াজ (রঃ) ৬৩৩ হিজরী সনের ৬ই রজব রবিবার দিন এশার নামাজ আদায়ান্তে হাজিরান সকল মুরিদ্গাণকে হুজরা শরীফ থেকে বাইয়ারে যেতে আদেশ করেন এবং খাস খাদেমকে বলেন, দেখ আমি এখন আমার হুজরার দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দেব। তোমরা বাইরে থেকে কেউ আর আমাকে ডাকবে না বা হুজরার নিকতবর্তীও হবেনা। অতঃপর তিনি ভেতর থেকে হুজরা শরীফ বন্ধ করে দেন। সারারাত খাদেম ও মুরিদানেরা হুজরা শরীফের অদূরে গভীর উৎকণ্ঠার সাথে দাঁড়িয়ে থাকেন। সেইভাবেই ফজরের আজান হইয়া যায় কিন্তু হুজুর পীর কেবলাকে দরজা খুলতে না দেখে তাঁরা ব্যাকুলভাবে ভেতরে প্রবেশ করে দেখলেন যে, তিনি ওফাত করেছেন এবং তাঁর পেশানী (ললাট মুবারকের উপর নূরের অক্ষরে লেখা রয়েছে-

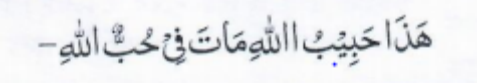

অর্থাৎ ইনি আল্লাহর মহান বন্ধু যিনি আল্লাহর মহব্বতের মধ্যে ডুবেই ওফাত গ্রহণ করলেন।

হযরত খাজাবাবার প্রধান খলিফা ও স্থলাভিষিক্ত হযরত কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর পীর কেবলার ওফাতের রাত্রে হঠাৎ আমার মনের মধ্যে এক অজানা কারণে ভীষণ অশান্তি ও উদ্বেগকুলতার সৃষ্টি হইয়াছিল। আমি তদাবস্থায় এশার নামাজ আদায় পূর্বক হুজুর পীর কেবলা সাহেব আরশে মুয়াল্লার নীচে দন্ডায়মান রয়েছেন। আমি স্বসম্মানে তাঁর কদমবুচি করিয়া করজোড়ে করুণাময় আল্লাহ মাফ করিয়া দিয়া আমাকে তাঁর আরশের নিকটবর্তীদের সাথে শামিল করছেন। সেজন্য আমি এখানে অবস্থান করছি।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর মহান আউলিয়াগণের ওফাত হল বেছালে হাক। বেছাল শব্দের অর্থ মিলন। ওফাত শরীফের মাধ্যমে আল্লাহর সঙ্গে তাঁদের বেছাল বা মহামিলন ঘটে। কুরআন মাজিদের সূরা ওয়াকিয়ার ৭-১১ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

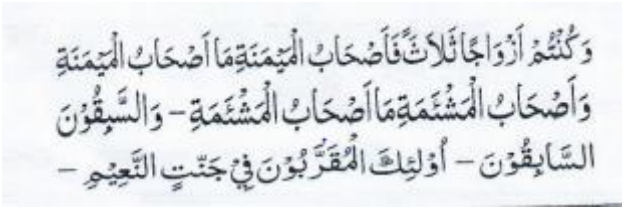
وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ
وَأَصْحَابُ الْمَشْئَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْئَمَةِ - وَالسَّابِقُونَ
السَّابِقُونَ - أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ -

অর্থাৎ 'এবং (হাশরের ময়দানে) তোমরা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে ডানদিকের দল; কত ভাগ্যবান ডানদিকের দল; আর অগ্রবর্তীগণই তো অগ্রবর্তী তাঁরই নৈকট্যাপ্রাপ্ত, নিয়ামতপূর্ণ উদ্যানে।'

আল্লাহর মহান অলী আউলিয়াগণ আলমে বরজখে, হাশরে ও বেহেশতে সর্বত্রই আল্লাহর বেছালত নৈকট্যপ্রাপ্তে, যেমন হুজুর (সাঃ) এরশাদ করেন-

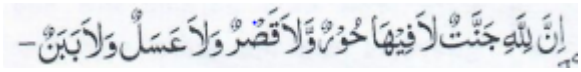
إِنَّ لِلَّهِ جَنَّةً لَا فِيهَا حُورٌ وَلَا قَصْرٌ وَلَا عَسَلٌ وَلَا لَبَنٌ -

অর্থাৎ আল্লাহর এমন একটি বেহেশ্‌ত আছে যেখানে হুর, অট্টালিকা মধু এবং দুগ্ধ নাই (বরং সেখানে শুধু আছে দীদারে এলাহী অর্থাৎ আল্লাহর দর্শন।)-সিররুল আসরারে ২০ পৃঃ দ্রঃ) তরিকতের মহান ইমাম ইমামে রব্বানী হযরত শায়খ আহম্মদ ফারুকী সেরহিন্দী মোজাদ্দেদ আলফেছানী (রঃ) মাজার শরীফ ভারতের পূর্ব পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত সেরহিন্দ শরীফে অবস্থিত। আলহাজ্ব আল্লামা ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব প্রণীত 'ইসলাম প্রসঙ্গে' গ্রন্থে ৯৩ পৃষ্ঠার হযরত এর মাজার শরীফ সম্বন্ধে লিখছেন যে, সেরহিন্দ শরীফ তাহার মাজার তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে।

হযরত মোজাদ্দেদ আলফেছানী (রঃ) দ্বিতীয় সহস্র বর্ষের মহান মুজাদ্দেদ হিসাবে আবির্ভুত হয়েছিলেন। তাঁর আবির্ভাবের ফলে এই উপমাহাদেশের মৃতপ্রায় ইসলাম পুনরুজ্জীবিত হয়। তিনি ছিলেন আল্লাহর অনির্বাণ নূর-সূর্য। তাই তাঁর উদয়নে সকল কুফুরী জুলমাত দূরিভূত হয়েছিল যেরুপ সূর্যোদয়ে রাতের অন্ধকার দূরীভূত হয়। দুনিয়ার সূর্যের অস্ত আছে কিন্তু আল্লাহর নূর-সূর্য অর্থাৎ আল্লাহর অলি আউলিয়াগণের অস্ত নাই, মৃত্যুনাই। তাঁরা চিরঞ্জীব চির অমর। তাঁরা অস্থায়ী দুনিয়া থেকে চিরস্থায়ী দুনিয়ায় প্রস্থান করেন মাত্র।" আরও বলা হয়েছে "মৃত্যু সেতু তুল্য, বন্ধুকে বন্ধুর সঙ্গে মিলন করিয়া দেয়।" আল্লাহর সাথে হযরত মোজাদ্দেদ আলফেছানী রহমাতুল্লি আলাইহির মহামিলন লাভের হাদিসোক্ত এই বিষয়টি তাঁর ওফাতের অনেক ঘটনাবলির মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল।

বর্ণিত আছে, হযরত মোজাদ্দেদ আলফেছানী রহমাতুল্লাহি আলাইহির বয়স মোবারক ৬৩ বছর উপনীত হলে তিনি ঘোষণা দেন, আমার বয়স এখন হযরত রাসূল পাক সাল্লালাহি আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র বয়সের সমান হইয়াছে কাজেই আমার অন্তিম সময় নিকটবর্তী। আর একদিন তিনি বললেন, দুই মাস পর যে শীতকাল আসিতেছে তখন আর আমি তোমাদের মধ্যে থাকব না। ১০৩৮ হিজরী সনের ২২ শে সফর তিনি সমবেত সকলের সামনে বলেন, "নবুয়্যাত ব্যতীত একজন মানুষকে যতরকম কামেলাত প্রদান করা সম্ভব আল্লাহ পাক তাঁর হাবিব পাকের উসিলায় আমাকে তা দান করেছেন।"

ওফাত কয়েকদিন পূর্বে তিনি সকলকে ডেকে নিম্নোক্ত অসিয়ত করেন, সুন্নতী তরীকা অনুযায়ী আমার কাফন দাফন করিও। আমাকে গোসল দেওয়ার সময় আমার খলিফাগণ এবং পুত্রগণ ছাড়া আর কেউ যেন উপস্থিত না থাকে। সাবধান! আমার ছতর যেন কেউ না দেখতে পায়।

২৮শে সফর তিনি তাহাজ্জুতের নামাজ পড়লেন এবং বললেন, এটা আমার শেষ তাহাজ্জুদ নামাজ। ফজরের নামজও তিনি জামায়াতের সাথে আদায় করলেন। উল্লেখ্য যে, জিলহজ্ব মাস থেকেই তার কিছু কিছু শ্বাষকষ্ট হইতেছিল। এই সময় তাঁর অসুখের মাত্রা ক্রমেই বাড়তে লাগল। এই সময় তিনি পাঞ্জাবী ভাষায় একটি বয়েত আবৃত্তি করতে থাকলেন যার অর্থ এই- "আজ আমি সেই পরম বন্ধুর সন্ধান পেয়েছি যার জন্য আমি সারাজাহান কুরবান করে দিতে পারি।"

অতঃপর তিনি এশারের নামাজ পড়ে নিলেন ও ডান হাত চেহারা মোবারকের নীচে রেখে ডান কাঁধে কেবলাহ মুখী হয়ে শয়ন করলেন এবং আল্লাহর জিকিরে মশগুল হলেন। সাহেবজাদাগণ জিজ্ঞেস করলেন-হযরত এখন অবস্থা কেমন বোধ হচ্ছে? তিনি বললেন, "দুই রাকাত নামাজ পড়েছি এটাও যথেষ্ট।" বহু আম্বিয়ায়ে কেরামগণের আখেরী কালাম ছিল নামাজ। এর পরমুহূর্তেই তিনি জিকিরের হালতে সেই পরমা কাঙ্খীত বন্ধু "রফিকে আলার" দিদারে উদ্দেশ্য অন্তর্ধান করলেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। হযরতের বেছাল শরীফের সেই পবিত্র দিনটি ছিল ১০৩৪ হিজরী সনের ২ রা সফর মতান্তরে ২ রা সফর ১৬২৪ খ্রীষ্টাব্দ।

'তাযকেরাতুল আউলিয়া' গ্রন্থে উল্লেখ আছে, হযরতের দেহ মোবারক গোসল দেওয়ার জন্য খাটিয়ার উপর রাখা হলে দেখা গেল, তাঁর হাত দু খানি নামাজের কায়দায় নাভির নীচে বাঁধা রয়েছে অথচ ওফাতের পর সাহেজাদান হাত লম্বা করে দিয়েছিল। খাটিয়ায় রাখার সময় তাঁর হাসি মুখ ছিল। গোসলদাতা উভয় হাত মোওবারক কোশাদা করিয়া প্রথম বাম করটে শোয়াইয়া ডান দিকে ধৌত করেন। গোসল শেষে দেখা গেল উভয় হস্ত মোবারক পূর্বাবস্থায় অর্থাৎ বাম হাতের উপর ডান হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলী ও বৃদ্ধাঙ্গুলীর দ্বারা হালকা অবস্থায় রহিয়াছে। (তাযকেরাতুল আউলিয়া, ৫ম খন্ড, ১৯৩ দ্রঃ)। হযরত মোজাদ্দেদ আলফেছানী (রঃ) তাঁহাকে তদীয় সাহেবজাদা খাজেনে রহমত হযরত খাজা মোহাম্মদ সাদেক (রঃ) মাজারের পশ্চিম পাশে সমাহিত।

হাদিস শরীফে বলা হয়েছে-মৃত্যু ইহ ও পরকালের মাঝে সেতু স্বরূপ হয়। যে রূপকে 'সংযোগ সেতু' পার হইয়া আল্লাহর অলি আউলিয়াগণ এই ধ্বংসশীল জগত হইতে চিরস্থায়ী জগতে প্রয়াণ করেন। আল্লাহর সঙ্গে সম্মিলিত হন। এই কারণে আল্লাহর আলী আউলিয়াগণের ওফাত দিবসে "বেছাল হক" অর্থাৎ আল্লাহর সঙ্গে সম্মিলনের দিন বলা হয়েছে।

হযরত মোজাদ্দেদ আলফেছানী (রঃ) দ্বিতীয় সহস্র বর্ষের মহান মুজাদ্দেদ হিসাবে আবির্ভুত হয়েছিলেন। তাঁর আবির্ভাবের ফলে এই উপমাহাদেশের মৃতপ্রায় ইসলাম পুনরুজ্জীবিত হয়। তিনি ছিলেন আল্লাহর আনীর্বাণ নূর-সূর্য। তাই তাঁর উদয়নে সকল কুফুরী জুলমাত দূরিভূত হয়েছিল যেরুপ সূর্যোদয়ে রাতের অন্ধকার দূরীভূত হয়। দুনিয়ার সূর্যের অস্ত আছে কিন্তু আল্লাহর নূর-সূর্য অর্থাৎ আল্লাহর অলি আউলিয়াগণের অস্ত নাই, মৃত্যুনাই। তাঁরা চিরঞ্জীব চির আমর। তাঁরা অস্থায়ী দুনিয়া থেকে চিরস্থায়ী দুনিয়ায় প্রস্থান করেন মাত্র।" আরও বলা হয়েছে "মৃত্যু সেতু তুল্য, বন্ধুকে বন্ধুর সঙ্গে মিলন করিয়া দেয়।" আল্লাহর সাথে হযরত মোজাদ্দেদ আলফেছানী রহমাতুল্লি আলাইহির মহামিলন লাভের হাদিসোক্ত এই বিষয়টি তাঁর ওফাতের অনেক ঘটনাবলির মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল।

ওরছ শরীফ জায়েজ হওয়ার দলিল

ওরছ শরীফ শরীয়ত ভিত্তিক একটি মুস্তাহাব ধর্মীয় অনুষ্ঠান। ওরছ শরীফ জায়েজ হওয়ার স্বপক্ষে পবিত্র হাদিস এবং বিভিন্ন ফতওয়ার আবির্ভাবে অনেক দলিলাদি প্রমাণাদি রহিয়াছে। নিম্ন ধারাবাহিকভাবে তেমন কিছু মুতাবার দলিল প্রমাণাদি পেশ করা হইল। যাহাতে ওরছ শরীফের শরিয়ত বৈধতা সুপ্রমাণিত হয়।

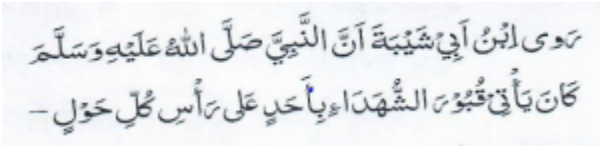

১. সর্বপ্রথম এখানে হযরত ইবনে আবি শাইবা (রঃ) হইতে বর্ণিত একটি হাদিস শরীফের উল্লেখ করা হইল যাহা ফৎওয়ায়ে শামীম ১ম খন্ড শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। যথা-

رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ يَأْتِي قُبُورَ الشُّهَدَاءِ بِأُحُدٍ عَلَى رَأْسِ كُلِّ حَوْلٍ –

অর্থাৎ হযরত ইবনে আবি শাইবা (রঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত নবী করিম (সঃ) প্রত্যেক বৎসরের মাথায় উহুদের যুদ্ধে শহিদগণের মাজারে গমন করিতেন।

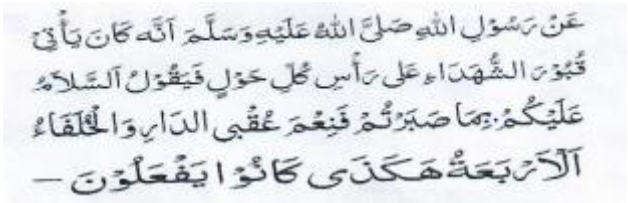

২. তাফসীরে কবির ও তাফসীরে দূর্রে মানসূরে উদ্ধৃত অনুরূপ আরেকটি হাদিস শরীফ বর্ণিত আছে-

عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي
قُبُورَ الشُّهَدَاءِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ حَوْلٍ فَيَقُولُ اَلسَّلَامُ
عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ وَالْخُلَفَاءُ
الْأَرْبَعَةُ هٰكَذَى كَانُوا يَفْعَلُونَ –

অর্থাৎ হযরত নবী করিম (সঃ) হইতে প্রমাণিত আছে যে, তিনি প্রত্যেক বৎসরের প্রারম্ভে শহীদানের কবরে (মাযারে) গমন করিয়া সালাম দিতেন এবং বলিতেন, 'তোমাদের ধৈর্যের প্রতিদানে আল্লাহ তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত করুন। পরকালের ঘর কতই না উত্তম! অতঃপর চার খলিফা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম অনুরূপভাবেই জিয়ারত করিতেন।' (তাফসীরে কবির ও তাফসীরে দূর্রে মনসূর দ্রঃ) ।

উল্লেখিত হাদিস দুইটির দ্বারা এবং মহান চার খলিফার কার্যবিধি দ্বারা প্রত্যেক বৎসর সম্মিলিতভাবে মাজার শরীফ জিয়ারত করা মুস্তাহাব কাজ বলিয়া সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। হযরত নবী করিম (সঃ) সাহাবা সমভিব্যহারে বছরের একটি সময়ে উহুদের মহান শহিদানের মাজারে গমন পূর্বক ছোয়াব রেছানীর নিমিত্ত উক্ত যে আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানটি করিতেন, বিষয়গত বিশ্লেষণে যাহা ওরছ মুবারকের সাথে সম্পূরক অর্থবোধক, ইহারই আধ্যাত্মিক গুরুত্ব অনুসরণ করিয়া পরবর্তী পর্যায়ে তাছাউফপন্থী সুফীয়ানে কেরাম ওরছ মোবারক অনুষ্ঠান করেন যাহা হাজার হাজার বছর যাবত ধর্মীয় উদ্দীপনার সাথে উদ্‌যাপিত হইয়া আসিতেছে।

৩. হযরত শাহ্ আব্দুল আজিজ ইবনে শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দেছে দেহলভী (রঃ) স্বীয় রচিত ফতুয়ায়ে আজিজিয়ায় ৪৫ পৃষ্ঠায় ওরছ শরীফ জায়েজ হওয়ার স্বপক্ষে নিম্নোক্ত ফতুয়া প্রদান পূর্বক লিখিয়াছেন।

ওরছ উপলক্ষে অনেক লোক একত্রিত হইয়া কুরআন শরীফ খতম করা ও তৈরীকৃত খানা অথবা শিরণীতে ফাতেহা পাঠ করিয়া সমবেত ব্যক্তিদের মধ্যে উক্ত খানা বিতরণ করা হয়। এই ধরণের রীতি হুজুর আলাইহিস সালাম ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে প্রচলিত ছিল না। কিন্তু কেউ যদি করে তাহাতে দোষের কিছুই নাই বরং এই দানের কারণে ওফাতপ্রাপ্ত ও জীবিত ব্যক্তি উভয়েই লাভবান হবেন। এই কাজটি মুস্তাহাবের পর্যায়ভুক্ত।

৪. হযরত শাহ্ আব্দুল আজিজ মোহাদ্দেছে দেহলভী ছাহেবকে প্রতিবছর স্বীয় বুযুর্গ মহান পিতা হযরত শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দেছে দেহলভী (রঃ) ছাহেব ওরছ শরীফ উদ্‌যাপন করিতে দেখিয়া মাওলানা আব্দুল হাকিম শিয়ালকোটী এই বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করেন, যে মাওলানা আব্দুল আজিজ মোহাদ্দেছে দেহলভী (রঃ) ওরছকে আয়োজন করিয়া থাকেন। শিয়ালকোটির এই ভিত্তিহীন আপত্তির দাঁতভাঙ্গা জবাব দান পূর্বক হযরত শাহ্ আব্দুল আজিজ মোহাদ্দেছে দেহলভী (রঃ) প্রণিত 'যুবদাতুন নাছায়েহ' গ্রন্থে লেখেন –

অর্থাৎ, 'এই ধরণের বিদ্রূপ শুধুমাত্র এই বিষয়ে অজ্ঞতার কারণেই হইতেছে। কেননা শরীয়তের ফরজ কাজ সমূহ ব্যতীত অন্য কোনো কিছুকে মুসলমানগণ ফরজ মনে করে না। তবে নেকবান্দাদের কবরসমূহ হইতে বরকত লাভ করা এবং ইছালে ছওয়াব, কুরআন তিলাওয়াত, দোয়া খায়ের করা, শিরণী ও খাদ্য দ্রব্য বণ্টন দ্বারা তাহাদিগকে সাহায্য করা উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত মতানুসারে অতি উওম ও মুস্তাহাব কাজ। ওরছের দিন এজন্য নির্ধারণ করা হয় যে, ওই দিন তাহাদের ওফাতের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। অন্যথায় এ কাজ যে কোনো দিনেই করা হোক না কেন তাহাতে উপকার রহিয়াছে।'

৫. মজমুয়ায়ে ফতুয়া তৃতীয় খন্ড ৬৮ পৃষ্ঠায় ওরছ শরীফ জায়েজ হওয়ার প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে-

وشیخ عبد الحق محدث دهلوی رح از شیخ
خود نقل میسازند که فرمود که این عرس
در زمان سلف نه بود از مستحسنات متاخرین
است کذا فی ما ثبت بالسنة وشاه عبد العزیز
محدث دهلوی رح در بعض مکتوبات خود
تحریر می فرمایند وتعین روز عرس برائی
انسب که ان روز ذکر انتقال ایشان میباشد
از دار العمل بدار الثواب والاجر روز که این عمل
واقع شود موجب فلاح ونجاتست اخرج ابن
جریر عن محمد بن ابراهیم قال کان النبي
صلی الله علیه وسلم یأتی قبور الشهداء علی رأس
فنعم عقبى الدار وابوبکر وعمر وعثمان رضی الله
تعالی عنه انتهی — مجموعه فتوی جلد سوم صفحة-

অর্থাৎ, শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দেছে দেহলভী (রাঃ) তাঁহার উস্তাদ হইতে বর্ণনা করেন যে, এই ওরছ ইসলামের প্রথম যুগে যদিও এইভাবে প্রচলিত ছিল না। কিন্তু পরবর্তী যুগের উলামাদের নিকট ইহা অতি উত্তম বলিয়া বিবেচিত হয়। "মা সাবাতা

বিসুন্নহ” নামক গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে। হযরত শাহ্ আব্দুল আজিজ মোহাদ্দেছে দেহলভী (রঃ) তাঁহার কতিপয় কিতাবে লিখিয়াছেন, ‘ওরছ শরীফের দিন তারিখ ধার্য করার উদ্দেশ্য এই যে, উক্ত দিবসে তিনি এই কর্মময় জীবন ছাড়িয়া প্রতিদানের জগতে চলিয়া গিয়াছেন। তাহা না হইলে যে কোনো দিনে বা তারিখে তাহা করা হউক না কেন তাহা অবশ্যই সফলতা ও মুক্তির উছিলা হইবে।” হযরত ইবনে জরীর (রঃ) হযরত মুহাম্মদ বিন ইব্রাহিম (রঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী (সাঃ) প্রতি বৎসর অন্তে শহীদগণের কবরের পাশে গিয়া এই বলিয়া দোয়া করিতেন-তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, কেননা তোমরা তো জীবনের বিনিময়ে ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছিলে। এখন তোমাদের পরলৌকিক জগতের এই বাসস্থান কতই না উত্তম! হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ), ওমর ফারুক (রাঃ) ও হযরত ওসমান (রাঃ) একই রূপ করিতেন। -(মজমুরায়ে ফতুয়া, তৃতীয় খণ্ড ৬৮-পৃঃ দ্রঃ)

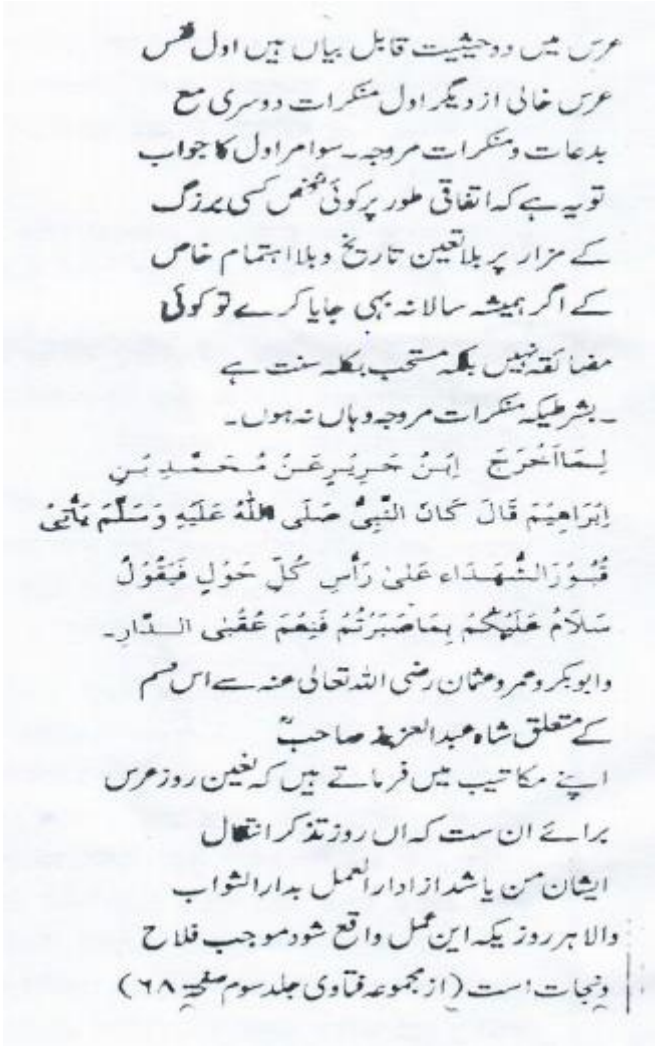

৬. ফতুয়ায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ পঞ্চম ও ষষ্ঠ খন্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ওরছ শরীফ জায়েজ হওয়ার প্রশ্নে অভিমত (ফতুয়া) প্রদান পূর্বক লেখা হইয়াছে-

عرس میں دو حیثیت قابل بیان ہیں اول عرس
عرس خالی از دیگر اول منکرات دوسری مع
بدعات و منکرات مروجہ۔ سوامر اول کا جواب
تو یہ ہے کہ اتفاق طور پر کوئی شخص کسی بزرگ
کے مزار پر بلا تعیین تاریخ و بلا اہتمام خاص
کے اگر ہمیشہ سالانہ بھی جایا کرے تو کوئی
مضائقہ نہیں بلکہ مستحب بلکہ سنت ہے
۔بشرطیکہ منکرات مروجہ وہاں نہ ہوں۔
لِمَا اَخْرَجَ اِبْنُ جَرِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
اِبْرَاهِيْمَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِيْ
قُبُوْرَ الشُّهَدَاءِ عَلٰى رَأْسِ كُلِّ حَوْلٍ فَيَقُوْلُ
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ۔
وابوبکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قسم
کے متعلق شاہ عبدالعزیز صاحبؒ
اپنے مکاتیب میں فرماتے ہیں کہ تعیین روز عرس
برائے ان ست کہ اں روز تذکر انتقال
ایشان می باشد از دار العمل بدار الثواب
والا ہر روز یکہ این عمل واقع شود موجب فلاح
ونجات است (از مجموعہ فتاوی جلد سوم صفحہ ٦٨)

যদি শরীয়তের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় বা বেশরা কার্যকলাপ হইতে মুক্ত হয় তবে তাহা নিঃসন্দেহে জায়েজ বরং মুস্তাহাব অধিকত সুন্নাত বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ইহাতে কাহারও কোনো মতবিরোধ নাই। হযরত ইবনে জারীর (রাঃ), হযরত মুহাম্মদ বিন ইব্রাহিম (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করিম (সাঃ) প্রতি বৎসর অন্তে শহীদগণের কবরের পাশে গিয়া এই বলিয়া দোয়া করিতেন-তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক কেননা তোমরা তো জীবনের বিনিময়ে ধৈর্য্য ধারণ

করিয়াছিলে। এখন তোমাদের পরলৌকিক জগতের এই বাসস্থান কতই না উত্তম! হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত ওসমান (রাঃ) একই রূপ করিতেন। তারিখ ধার্য করা সম্বন্ধে হযরত আব্দুল আজিজ (রাঃ) সাহেব তাঁহার মাকাতিব নামক গ্রন্থে সকলের অংশগ্রহণের সুবিধার্থে তারিখ ধার্য করা দোষণীয় না। তবে যে কোনো দিন তাহা উদ্‌যাপন করিলে কৃতকার্যতা ও মুক্তির পথ সুগম হইবে। ইহা মজমুয়ামে ফতুয়ার ৩য় খন্ড ৬৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে।"

৭.হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (রাঃ) প্রণীত- "ফায়সালা হাফতে মাসআলা" নামক রেসালার ৮ পৃষ্ঠায় শীর্ষক নিবন্ধে ওরছ শরীফের মুস্তাহাব আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

৮. দেওবন্দের বিখ্যাত আলেম মাওলানা রশীদ আহম্মদ গাঙ্গুহী সাহেবের বুজুর্গ পূর্বপুরুষ হযরত আব্দুল কুদ্দুছ গাঙ্গুহী (রঃ) ওরছ শরীফকে জায়েজ ও বরকতপূর্ণ বলিয়া মনে করিতেন। সে মতে তিনি তদীয় প্রিয় খলিফা মাওলানা জালালুদ্দীন ছাহেবকে ১৮২ নং পত্রে গুরুত্ব সহকারে ওরছ শরীফ উদ্‌যাপনের জন্য নির্দেশ দান করেন।

৯. হযরত আল্লামা মুফতী আহম্মদ ইয়ার খান নঈমী (রঃ) সাহেব প্রণীত বিখ্যাত 'জা'আল হক" গ্রন্থে প্রপ্তহম হিছ্বা শীর্ষক অধ্যায়ের ৩০৭ পৃষ্ঠা ও ৩০৯ পৃষ্ঠার মধ্যে ওরছ শরীফের হাদিসভিত্তিক প্রমাণ এবং তদয় ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন-

বাস্তব অর্থে প্রত্যেক বৎসর ওফাত দিবসে কবর জিয়ারত করা কুরআনখানি ও দান-সদকা ইত্যাদির সওয়াব পৌছানোকে ওরছ বলা হয়। ওরছের উৎস হাদিসপাক এবং ফকীহগণের বিভিন্ন উক্তি হইতে প্রমাণিত আছে। ফতুয়ায়ে শামীর প্রথম খন্ড জিয়ারাতুল কুবুর শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে হযরত ইবনে আবি শাইবা (রঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত নবী করিম (সাঃ) প্রত্যেক বৎসরের মাথায় উহুদের যুদ্ধে শহীদগণের মাজারে গমণ করিতেন। তাফসীর কবির ও তাফসীর দূর্রে মনসূরে উল্লেখ আছে হযরত রাসুলুল্লাহ (সাঃ) হইতে প্রমাণিত আছে যে, প্রত্যেক বৎসরের মাথায় উহুদের যুদ্ধে শহীদানের কবরে (মাজার) গমন পূর্বক সালাম দিতেন এবং বলিতেন, তোমাদের ধৈর্যের প্রতিদানে আল্লাহ তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত করুন। পরকালের ঘর কতইনা উত্তম! অতঃপর চার খলিফা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম অনুরূপভাবেই জিয়ারত করিতেন।

ওরছ শরীফের মধ্যে খৎমে কোরআন, ফাতেহা শরীফ পাঠ, মিলাদ-দরূদ পাঠ, মাজার জিয়ারত, সিন্নী বা খানাখাদ্য বিতরণ, ছোয়াব রেছানী করা, ইসলাম সংগীত, হালকায়ে জিকির, নজর-নিয়াজ প্রদান প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করা হয়। এ সবই শরীয়তসম্মত বৈধ বিষয়। ওরছ শরীফের মধ্যে যে সকল নির্দোষ আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানাদি পালন করা হয় এইগুলি জায়েজ হওয়ার অকাট্য দলিল প্রমাণ আছে।